NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ অবৈধ বিদেশি-অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করতে কলকাতা পুলিশের নয়া শাখা

২১ জুলাইয়ের আমন্ত্রণ না পেয়ে ক্ষোভ শহিদ পরিবারগুলির একাংশের ৩

কলকাতা ২০ জুলাই ২০২৬ ৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.07.2026, Vol. 20 Issue No. 40, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

গতকালের ফলাফল

ফ্রান্স -৪ ইংল্যান্ড -৬

সর্বদলে কেন এনসিপিআই, ওয়াক-আউট বিরোধীদের

সংসদে কাকলিদের পৃথক আসন মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই: ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্‌স পার্টি অফ ইন্ডিয়ার (এনসিপিআই) সাংসদদের লোকসভার সর্বদল বৈঠকে ডেকে পাঠানোর প্রতিবাদে ওয়াক আউট করলেন তৃণমূল-সহ বিরোধী সাংসদদের একাংশ। যদিও এটি প্রতীকী প্রতিবাদ ছিল। ওয়াক আউটের পর সংবাদমাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য জানানোর পর ফের বৈঠকে যোগ দেন। এদিন বিরোধী সাংসদদের নেতৃত্ব দেন মহুয়া মৈত্র। তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, সিপিএম, ডিএমকে, আম আদমি পার্টি-সহ একাধিক বিরোধী দলের প্রতিনিধিরাও বৈঠক থেকে বেরিয়ে যান। পরে অবশ্য তাঁরা আবার বৈঠকে ফিরে আসেন।

কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাধী রায়-সহ ২০ জন সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইতে যোগ দিয়েছেন। নিজেদের বিজেপির জোটসঙ্গী বলেও ঘোষণা করেছেন তাঁরা। দলত্যাগের কারণে তাঁদের সাংসদপদ বাতিল চেয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আবেদন জানিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ওই দলত্যাগী সাংসদদের সর্বদল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। এনসিপিআই প্রতিনিধি হিসাবেই আমন্ত্রণ পেয়েছেন তাঁরা। সর্বদলীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ পাওয়ায় এনসিপিআইকে কার্যত পৃথক দল হিসেবে স্বীকৃতি এবং গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে বিরোধীদের একাংশের দাবি। যদিও স্পিকার এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে এনসিপিআই সাংসদ হিসাবে তৃণমূলের এই বিদ্রোহীদের স্বীকৃতি দেননি। তবে তাঁদের লোকসভায় বসার ব্যবস্থা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল ছেড়ে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগ দেওয়া ২০ জন সাংসদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা করার আবেদন মঞ্জুর করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। মহারাষ্ট্রের উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের ছয় সাংসদের একনাথ শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনায় যোগদানকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সোমবার থেকে লোকসভার বাদল অধিবেশন শুরু হবে। তার আগে রবিবার বেলা ১১টার পর সর্বদল বৈঠক শুরু হয়। সেখান থেকে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে এসে মহুয়া বলেন, 'আমরা ওয়াক আউট করেছি। এই ২০ জন সাংসদকে স্পিকার এখনও স্বীকৃতি দেননি। ভারতীয় সংবিধানে ৯১তম সংশোধনীর পর আর কোনও পরিবর্তনও হয়নি। এমনকী, লোকসভার ওয়েবসাইটে এখনও তৃণমূলের সাংসদসংখ্যা ২৮। তা হলে কিসের ভিত্তিতে এই বিদ্রোহীদের সর্বদল বৈঠকে ডাকা হল? ওঁরা তো তৃণমূলে নেই।' মহুয়ার সঙ্গে ছিলেন আর এক তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ও। এ ছাড়া, আরও কিছু বিরোধী দলের প্রতিনিধি তাঁদের সঙ্গে ওয়াক আউট করেছিলেন।

আমুলের দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সংবর্ধনা। করতালি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

৭০০ কোটির প্রকল্পে বড় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

বাংলার শিল্পে 'আমুল' বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার ধূলাগড়ে আমূলের ৭০০ কোটি টাকার দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল রবিবার। এদিন নিউটাউনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্য সরকারের দাবি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুগ্ধ শিল্পের সম্প্রসারণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও নতুন সুযোগ তৈরি হবে। রবিবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'অমিত শাহের নেতৃত্ব এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের নতুন পর্ব শুরু হচ্ছে। 'ডেস্টিনেশন বেঙ্গল' আর শুধুমাত্র স্লোগান নয়, বাস্তবেও তার প্রতিফলন দেখা যাবে। আগামী দিনে আরও বড় শিল্পগোষ্ঠী বাংলায় বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাবে।'

এদিনের শিলান্যাস মঞ্চ থেকেই পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর দাবি, আগে গুজরাতের সমবায় সংস্থা আমুল পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে চাইলে বাধার মুখে পড়তে হত। আর এখন সরকার বদলের পর সেই বাধা দূর হয়েছে বলেই বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। রবিবার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেন, 'আগের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলে উত্তর আসত, গুজরাতকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দেব না। আজ সেই পরিস্থিতি বদলেছে।' তাঁর দাবি, রাজনৈতিক সংকীর্ণতার বদলে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়নের পথেই এগোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ।

শুধু শমীক নন, রবিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমবায় ব্যবস্থার যে প্রসার ঘটেছে, তার সুফল আজ দেশের মানুষ পাচ্ছেন। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদনের বড় ভূমিকা রয়েছে।' এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যে আমুলের ৮৮০টি ডেয়ারি সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ কেজি দুধ সংগ্রহ করা হয়। এই ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার কৃষক যুক্ত, যার মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার মহিলা। তাঁর কথায়, 'ধূলাগড়ের এই নতুন প্ল্যান্ট চালু হলে শ্বেত বিপ্লবের পাশাপাশি বাংলার মিষ্টি দইকে কেন্দ্র করে 'মিষ্টি বিপ্লব'-এরও সম্ভাবনা তৈরি হবে।'

রবিবারের অনুষ্ঠান থেকে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে আরও দু'টি বড় আইসক্রিম কারখানা গড়ে তোলার প্রস্তাবও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এই প্রকল্পগুলির জন্য রাজ্য সরকার ১৫ একর করে জমি দিতে প্রস্তুত। কারখানা হলে দুধ উৎপাদকদের লাভ হবে, একই সঙ্গে উচ্চদক্ষ, অর্ধদক্ষ ও অদক্ষ কর্মী ছাড়াও প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার হকার ও খুচরো বিক্রেতার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। রাজ্যের জিএসটি আয়ও বাড়বে।'

■ স্বাধীনতা দিবসেই রাজ্যে আসছে নতুন শিল্পনীতি পৃ.৩
■ 'বাংলায় ডেটা সেন্টার, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পও আসবে' পৃ.২

উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠকে শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং নতুন অপরাধ দমন আইন কার্যকর করার অগ্রগতি নিয়ে রবিবার দক্ষিণ কলকাতার সৌজন্য অডিটোরিয়ামে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা-সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের খবর, এই বৈঠকে সম্প্রতি কার্যকর হওয়া 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অব অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ অ্যাক্ট' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। রাজ্যে যে কোনও সংগঠিত অপরাধ, তোলাবাজি, বেআইনি খনি কারবার, সাইবার অপরাধ এবং জনশৃঙ্খলা-ভঙ্গের মতো ঘটনায় এই আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসনের উদ্দেশে বার্তা ছিল, 'সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ও দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।'

এই বৈঠকে দেশজুড়ে চালু হওয়া নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই বিষয়েও পর্যালোচনা করা হয়। তদন্ত, বিচারপ্রক্রিয়া এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ বাংলাদেশ সীমান্তের পাশাপাশি নেপাল ও ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও আলোচনা হয়। রবিবারের এই হাইভোল্টেজ বৈঠকে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর আগে শনিবার উত্তরবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করেন অমিত শাহ। সেখানে সীমান্তে আধুনিক নজরদারি প্রযুক্তি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বিএসএফের একাধিক পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি।

আবার বিশ্বসেরা পিকাসোর দেশ

স্প্যানিশ বিপ্লবে স্বপ্ন ধ্বংস মেসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের ফাইনালে একপেশে লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল ফুটবল বিশ্ব। লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল স্পেন। নিউ জার্সির ফাইনালে স্পেনের আধিপত্য ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। অন্যদিকে, গোটা ম্যাচে নিজেদের সেরার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি আর্জেন্টিনা।

টানা ২ বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে দিল স্পেনের শৃঙ্খলাবদ্ধ ফুটবল। ১২০ মিনিটে স্পেনের গোলমুখে একটি শটও নিতে পারেনি আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের ফাইনালের মতো বড় মঞ্চে এমন পরিসংখ্যান তাদের হতাশাজনক পারফরম্যান্সেরই প্রমাণ। ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয় সংযুক্তি সময়ের ১০৬ মিনিটে। নিকো উইলিয়ামসের নিখুঁত ক্রস থেকে বাঁ পায়ের জোরাল শটে স্পেনকে এগিয়ে দেন ফেরান তোরেস। সেই গোলের পর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি আর্জেন্টিনা। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই স্পেন শিবিরে শুরু হয় উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরণ।

বিশ্ব ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তি লিওনেল মেসির কাছে এই ফাইনাল ছিল বিশেষ গুরুত্বের। ম্যাচের আগে অবসরের ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন পূরণ হল না তাঁর। গোটা ম্যাচে মেসিকে বল দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হন সতীর্থরা। স্পেনের রক্ষণভাগ তাঁকে এতটাই আটকে রাখে যে, মাঠে তাঁর উপস্থিতি প্রায় অনুভবই করা যায়নি।

আর্জেন্টিনার খেলায় ছিল না আক্রমণের ধার, ছিল না মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণও। বিপরীতে স্পেন নিজেদের ফুটবল দর্শনের প্রতি অবিচল থেকেছে। দ্রুত পাস, নিখুঁত অবস্থান নির্বাচন এবং আক্রমণে ধারাবাহিক চাপ সৃষ্টি করে প্রতিপক্ষকে ভুল করতে বাধ্য করেছে তারা।

১১ জুন শুরু হওয়া এই বিশ্বকাপের সমাপ্তি ঘটল ১৯ জুলাই। ৪৮টি দেশকে নিয়ে আয়োজিত এই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোয়। আর সেই মহারণের শেষ হাসি হাসল স্পেন। ১৬ বছর পর আবারও বিশ্ব ফুটবলের শিরোপা জিতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল তারা।

আমতলায় অভিষেকের 'বেআইনি' অফিস ভাঙায় আপাতত স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমতলায় কার্যালয় ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবারই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানির আবেদন জানানো হয়। আদালত খোলার পরই সাংসদের আইনজীবী বিষয়টি বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরীর নজরে আনেন। পরে বিচারপতির এজলাসে ছুটির দিনেই মামলার শুনানির ব্যবস্থা করা হয়, যা আদালতের ক্ষেত্রে বিরল ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই মামলাতে আপাতত স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত আমতলার ওই ভবন ভাঙা যাবে না। অর্থাৎ, এখন যে অবস্থায় রয়েছে, সেটি ওই অবস্থাতেই থাকবে।

প্রাথমিক ভাবে বেলা বারোটায় শুনানি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, নির্ধারিত সময়ে তা শুরু করা সম্ভব হয়নি। কারণ, আদালতে তখন রাজ্যের কোনও আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না। এরপরই রাজ্যের আইনজীবী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত হন। তিনি

জানান, মামলায় সওয়াল করার জন্য সময় দেওয়া হোক। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজ্যের বক্তব্য না-শুনে এই মামলার শুনানি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই নির্ধারিত সময়ে শুনানি শুরু করা যায়নি।

এদিকে আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি অফিস বেআইনি ভাবে তৈরি করা হয়েছে বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যে পালাবদলের আগেই সুশান্ত মণ্ডল নামে জনৈক এক ব্যক্তি জেলা পরিষদে অভিযোগ করেন যে, নকশা ছাড়া এই পাঁচতলা ভবন তৈরি করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৩০ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রশাসনের তরফে নোটিস পাঠানো হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা তথা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ডিরেক্টর অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই সম্পত্তিও লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডসের নামে রয়েছে। নোটিস পাঠানো হয় সুশান্ত মণ্ডল এবং মতিউর রহমান মল্লিককেও। ১৫ জুলাই দুপুর ২টোর সময় হাজির হতে বলা হয়েছিল অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত সব পক্ষকেই। কিন্তু, নোটিসের নির্দেশ মেনে হাজিরা দেননি অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়।এরপর অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও একটি নোটিস দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের তরফে। সেখানে বলা হয়, কার্যালয় ভেঙে ফেলা হবে। সেই মতো শনিবার সকাল থেকেই বুলডোজার দিয়ে অভিষেকের পাঁচতলা অফিস ভাঙার কাজ শুরু হয়। শাবল দিয়ে ডিজিটাল লকার ভেঙে ফেলা হয়। আবার রবিবার সকালে ফের অভিষেকের অফিসের সামনে পৌঁছে যায় বুলডোজার। একে একে বের করা আনা হয় খাট, বালিশ ও ত্রাণসামগ্রী।

এদিন এই মামলার শুনানির সময়, লিপস্ অ্যান্ড বাউন্ডসের আইনজীবী কিশোর দত্ত আদালতে জানান, 'শনিবার থেকে ভাঙচুরের কাজ চলছে। পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী শুনানির নোটিস দেওয়া হয়েছিল। ওই ভবনের মালিককে শুনানির জন্য কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। কোম্পানির ডিরেক্টরকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল।' একইসঙ্গে আইনজীবী কিশোর দত্ত এও জানান, 'সুশান্ত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন। তার ভিত্তিতেই জেলা পরিষদ ভাঙার কাজ শুরু হয়। ১৫ জুলাই শুনানির দিন ধার্য ছিল। গত ৮ জুলাই শুনানির জন্য নোটিস পৌঁছয়। মাত্র সাত দিনের সময় দেওয়া হয়েছিল। কোনও নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে মালিককে শুনানির নোটিস দেওয়া উচিত।

'দিদির জন্য খারাপ লাগছে', তৃণমূল ছাড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ চার দশকের রাজনৈতিক সম্পর্কে ইতি টেনে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার ঘোষণা করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও সপ্তগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দল ছাড়ার কথা জানান। একই সঙ্গে তৃণমূলের বর্তমান নেতৃত্ব ও সংগঠন নিয়ে একাধিক অভিযোগও তোলেন। যদিও ভবিষ্যতে কোন দলে যোগ দেবেন, সে বিষয়ে রবিবার স্পষ্ট কিছু জানাননি।

এদিন তপন দাশগুপ্ত বলেন, 'দিদির জন্য খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু দালাল দলটাকে শেষ করে দিয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, দলের একাধিক অভিজ্ঞ সংগঠককে সরিয়ে দিয়ে একজনকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে। তিনি বলেন, 'মুকুল রায়, অর্জুন সিং, শুভেন্দু অধিকারী, তাপস রায়ের মতো নেতাদের বলির পাঁঠা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তার জবাব দিয়েছে।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন তিনি। তপনের বক্তব্য, 'দলকে ডুবিয়ে দিয়ে এখন ইস্তফার কথা বলছে।' তাঁর কথায়, 'সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ত্রুটির কারণেই আজ দলটা শেষ হয়ে গিয়েছে।

নিশানায় অভিষেকই

রাজনীতিটাকে কেউ যদি ব্যবসায় পরিণত করবে বলে মনে করে, সেই দলের অবস্থা এ রকমই হবে। আজ থেকে আমি দলের সমস্ত পদ ছাড়লাম। তবে এখনই অন্য দলে যাব কি না সেটা বলতে পারব না। দলের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে জানাব।' সাংবাদিক বৈঠকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসাও করেন। তপন বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী ভালো ছেলে। ভালো কাজ করছে।'

যদিও রবিবার তৃণমূল ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানান, গত বিধানসভা নির্বাচনে দল তাঁকে প্রার্থী করেনি। এরপর থেকেই তাঁর মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। পাশাপাশি হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হিসেবে অসিত মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়ার পরেও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ে। এই প্রসঙ্গে তপনের দাবি, গত দু'মাস ধরে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও আপাতত রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনও ইচ্ছা নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি। তবে কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন, সে বিষয়ে এখনই মুখ খুলতে চাননি।

উল্লেখ্য, তপন দাশগুপ্ত একসময় তৃণমূলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ছিলেন। তিনি তিনবার বিধায়ক, দু'বার মন্ত্রী এবং দলের রাজ্য সহ-সভাপতি ছিলেন। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে জয়ের পরে মমতার ক্যাবিনেটে কৃষি বিপণন মন্ত্রী ছিলেন তিনি। পাশাপাশি ফুরফুরা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, ফরেস্ট কর্পোরেশন ও পশুপালন দপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও সামলেছেন। রবিবার তিনি দলের সমস্ত সাংগঠনিক পদ থেকেও ইস্তফা দেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী, মাননীয় চন্দননগরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ সাকসেশন কেস নং – ১৯/২০২৫
শ্রীমতি ভারতী ভট্টাচার্য্য, পিতা - মৃত প্রণয় কুমার বাগচী, স্বামী - মৃত গৌর হরি ভট্টাচার্য্য, সাকিম – বাউড়ীপাড়া, ফটকগোড়া, পোঃ ও থানা – চন্দননগর, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ। .... **দরখাস্তকারিণী**
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারিণী অত্র আদালতে তাহার মৃত স্বামী - **গৌর হরি ভট্টাচার্য্য**, পিতা - মৃত গুরুদাস ভট্টাচার্য্য, সাং - বাউড়ীপাড়া, ফটকগোড়া, পোঃ ও থানা – চন্দননগর, জেলা – হুগলী, তথায় তাহার শেষ বাসস্থানে বিগত ইংরাজীর ১৫/০৭/২০২২ সালের তারিখে পরলোক গমন করায়, তাহার ত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি/ অর্থ পাওয়ার নিমিত্তে উপরোক্ত দরখাস্তকারিণী অত্র আদালতে সাকসেশন মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়া, সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার উপদেশপ্রাপ্ত আইনজীবী মারফত বিজ্ঞাপন প্রকাশের ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে সকাল ১০.৩০ টায় মাননীয় আদালতে হাজির হইয়া, আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক একতরফা শুনানী মতে আদেশ হইবে।
তপশীল: পোস্টমাস্টার চন্দননগর R.S. অফিসে S.B. Account No. - 2405189 (old), New S.B. Account No. - 6466130628 **গৌর হরি ভট্টাচার্য্যের** নামে জমাকৃত ১,২৫,৮৫৭/- (এক লাখ পঁচিশ হাজার আটশত সাতান্ন) টাকা মাত্র।
দরখাস্তকারিণীর পক্ষে
অর্ণব রায়,এ্যাডভোকেট
চঞ্চল বিশ্বাস, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমরা ১। মহঃ দানিশ আখতার এবং ২। মহঃ সাহিদ আনোয়ার গত ইং-২২.১২.২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং- I-৭২৯৭/২০২৫ মূলে আমিনা বেগম-এর নিকট হইতে জমি খরিদ করিয়াছি। উক্ত বিক্রেতা গত ইং ২৫.০৫.২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং-I- ২২৩৫/২০১৬ দ্বারা বিক্রেতাগন ১। অলোকা রানী ঘোষ, ২। সুদীপ্ত কুমার ঘোষ, ৩। সুকান্ত ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত আমমোক্তার নং. -IV-১১৬/২০১৬ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর তারিখ ১২.০৫.২০১৬ আমমোক্তার গ্রহীতা কাশীনাথ ধোলে-এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল জমি খরিদ করিয়াছিলেন। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-৭৫২৫, ৭৫২৬, ৭৫২৭, এল.আর. দাগ-৪৫৯৪, জমির পরিমান ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ৪৩ ব.ফু., শ্রেনী-শালি। উল্লিখিত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হাওয়ার ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মাফিক কার্য্য হইবে।
বিনীত
মহঃ দানিশ আখতার
মহঃ সাহিদ আনোয়ার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমরা ১। সুশান্ত পাল, ২। পল্লবী পাল গত ইং 19.06.2026 তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং I-2781/26 দ্বারা আমাদের বিক্রেতাগন ১। প্রানতোষ মজুমদার, ২। নবকুমার মজুমদার, ৩। শ্যামাপদ মজুমদার, ৪। লিলি সেন, ৫। বন্দনা ব্যানার্জী, ৬। লক্ষী সরকার, ৭। জয়ন্তী মজুমদার, ৮। সরস্বতী মিত্র, ৯। বাসন্তী দত্ত দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার গ্রহীতা তরুন মিত্র, আমমোক্তার নং I-7615/25, তারিখ 14.08.2025, ডি.এস.আর.-I, হুগলী এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল জমি খরিদ করিয়াছি।
জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-বৈদ্যবাটী, জে.এল. নং-৫, এল.আর. খতিয়ান নং-৭৫৪, ৮১৫, ৯৩৫, ১০১০, ১০৪৯, ১৫১৫, ১৫৫৩, এল.আর. দাগ-১৭৭৩, জমির পরিমান-০১ কাঠা ০৭ ছটাক ৩৩ ব.ফু.।
উল্লিখিত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
বিনীত
১। সুশান্ত পাল
২। পল্লবী পাল

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমরা ১। গাজালা খাতুন, ২। সায়াকা খাতুন এবং নাদিম আখতার গত ইং 19.01.2026 এবং 13.08.2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং I-131/2026 এবং I-5203/2025 দ্বারা আমাদের বিক্রেতা সাহিনা খাতুন-এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি। উক্ত জমির বিক্রেতা সাহিনা খাতুন গত ইং 31.03.2016 তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে দলিল নং I-1480/2016 দ্বারা বিক্রেতাগন ১। তাপস কুমার দে, ২। দেব কুমার দে, ৩। উৎপল কুমার দে দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার নং IV-128/14, তারিখ 10.12.2014, ডি.এস.আর.-I, হুগলী আমমোক্তার গ্রহীতা বরুন অধিকারী, পিতা গোপাল চন্দ্র অধিকারীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত তপশীল জমি খরিদ করিয়াছিলেন।
জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-৭৯১০, ৭৯১১, ৭৯১২, এল.আর. দাগ-৪৫৭০, জমির পরিমান-০১ কাঠা ১৫ ছটাক ২৪ ব.ফু. এবং ০১ কাঠা ১৫ ছটাক ২৪ ব.ফু.।
উল্লিখিত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
বিনীত
১। গাজালা খাতুন
২। সায়কা খাতুন এবং নাদিম আখতার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, শ্রী অনুপ কুমার ঘোষ (ডেভেলপার ও বিক্রেতা) এবং শ্রী সুনীল কুমার মাইতি (ক্রেতা)-র মধ্যে সম্পাদিত মূল হস্তান্তর দলিলটি হারিয়ে গিয়াছে। দলিলটির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ তারিখ ০৪.০১.২০২৩, নম্বর ১৬০৪০০০৯৬, এটি ডি.এস.আর.-IV, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ বুক-১, ভলিউম নম্বর ১৬০৪-২০২৩ এবং ৪৬৯৯ থেকে ৪৭৩৯ পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ২এ, দ্বিতীয় ফ্লোর, দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকার আয়তন প্রায় ৬২০ বর্গফুট একটি বহুতল ভবন, যেখানে কোনো লিফট সুবিধা নেই। ভবনটির মৌজা-কসবা, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. নং ২৩৩, তৌজি নং ১৪৫, পরগনা-কলকাতা, সি.এস. দাগ নং ১৩৮৮ ও ১৩৮৯, খতিয়ান নং ৫২২-এর অন্তর্ভুক্ত এবং কে.এম.সি.-র ৯১ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে ৯১/৪০সি, বোসপুকুর রোড, থানা-কসবা, কলকাতা-৭০০০৪২ ঠিকানায় অবস্থিত। এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডি.এস.আর. আলিপুর এবং এ.ডি.এস.আর. শিয়ালদহ-এর এখতিয়ারভুক্ত।
উল্লিখিত হস্তান্তর দলিলটি শ্রী অয়ন পালের বাসস্থান ৫, চক্রবেড়িয়া রোড সাউথ, ভবানীপুর এস.ও., কলকাতা-৭০০০২৫ থেকে হারিয়ে গিয়াছে বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার পক্ষ থেকে শ্রী অয়ন পাল ইতিমধ্যেই ভবানীপুর থানায় এ বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি (জি.ডি.) করেছেন যার জি.ডি.ই. নং ১৪৪০, তারিখ ১৪.০৭.২০২৬। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তা আমাকে ফেরত দিন। মালিকানা হস্তান্তরের দলিলটি কোনো ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বন্ধক রাখা হয়নি।
শ্রী সুনীল কুমার মাইতি
মো ঃ ৮৯১০৮৪৯৪৩১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে জুলাই, ৩রা শ্রাবণ। সোম বার। যুক্ত ষষ্ঠী তিথী। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধর মহাদশা বিংশোত্তোরী চন্দ্রর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্বোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : R/S নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : সিনিয়র সিটিজেন থেকে লাভ প্রাপ্তি। অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে। যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : D/ T নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত।যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : S/G নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত।আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : K/R নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। A/K নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। P/T নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। D/G নামের মানুষের থেকে বিপদ।মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(নীল আর্মস্ট্রং চন্দ্র পৃষ্ঠে প্রথম অবতরণ।
মা সারদা দেবীর প্রয়াণ দিবস। শ্রী শ্রী সূর্য পুজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 17/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17378 নং এফিডেভিট বলে আমি, Shriza Bairagi, D/o. Late Ashoke Bairagi (Father) & Arati Sadhukhan Bairagi (Mother), R/o. BPR Colony, Tribeni, Magra, Hooghly-712503, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে আমার সঠিক নাম Shriza Bairagi-এর পরিবর্তে Subha Bairagi লিপিবদ্ধ আছে। যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া ভোটার কার্ডে আমার সঠিক নাম Shriza Bairagi লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Shriza Bairagi & Subha Bairagi D/o. Late Ashoke Bairagi (Father) & Arati Sadhukhan Bairagi (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 10/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 168 নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Kumar Das S/o. Lalmohan Das ও Pradip Kr Pal S/o. L M Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17336 নং এফিডেভিড বলে আমি Shaikh Sabir Mondal S/o. Abdul Ohid Mondal ও Sk. Sabir Mondal S/o. Sk. O. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11723 নং এফিডেভিট বলে আমি Jitendra Das ও Jitendra Nath Das S/o. Sailendra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12112 নং এফিডেভিট বলে আমি Rajsekhar Chatterjee S/o. Haribhajan Chatterjee ও Rajsekhar Chattopadhyaya S/o. H. B. Chattopadhyaya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17218 নং এফিডেভিট বলে আমি, Ayesha Begam, W/o. Kazi Salman Khan, D/o. Netai Barh, R/o. Haldarpara Pantra, Mushapur, Haripal, Hooghly-712405, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ইউকো (UCO) ব্যাঙ্কের জঙ্গলপাড়া শাখার সেভিংস একাউন্ট (XXXX2849) পাস বহিতে আমার সঠিক নাম Ayesha Begam W/o. Kazi Salman Khan (বিবাহের পরবর্তী নাম)-এর পরিবর্তে Chaitali Barb D/o. Netai Barh (বিবাহের পূর্বের নাম) লিপিবদ্ধ আছে। যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার বর্তমান সঠিক নাম Ayesha Begam, W/o. Kazi Salman Khan, D/o. Netai Barh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Ayesha Begam & Chaitali Barb, W/o. Kazi Salman Khan, D/o. Netai Barh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **Moss Mozaina Khatun** W/O Sayed Jabihur Rahman residing at Vill. - Peardanga, P.O. - Korasia, P.S. - Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur, PIN - 721201 do hereby declare vide affidavit no. 39 dated 06.06.2026 in the Court of Ld. A.C.J.M. (1st Class) at Ghatal that my actual name is **Moss Mozaina Khatun** W/O Sayed Jabihur Rahman which is rightly recorded in my Aadhaar Card and Voter ID Card. My name has been recorded as **Moss Mozaina Khatun** D/O Kazi Safiul Haque in my PAN Card but my name has been recorded as **Majaina Begam Sayada** W/O Jabihur Rahaman in my UCO Bank Account being no. 12753211030867 at Palashchabrighat Branch. **Moss Mozaina Khatun W/O Sayed Jabihur Rahman**, **Moss Mozaina Khatun D/O Kazi Safiul Haque** and **Majaina Begam Sayada W/O Jabihur Rahaman** i.e. myself am the same and one identical person.

নাম-পদবী পরিবর্তন

I, PRATIVA GIRI MONDAL, D/O- PABITRA GIRI, R/o VILL & P.O. DAKSHIN NARIKELDA, P.S. NANDAKUMAR, DIST- PURBA MEDINIPUR, PIN 721648, have changed my Name from PRATIVA GIRI MONDAL to PRATIVA GIRI DOLAI vide Affidavit No. 19 sworn before the COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS, PURBA MEDINIPUR AT CONTAI Henceforth, I shall be known as PRATIVA GIRI DOLAI instead of PRATIVA GIRI MONDAL and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that PRATIVA GIRI MONDAL and PRATIVA GIRI DOLAI is the same and one identical person.

বাংলায় ডেটা সেন্টার, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পও আসবে, আমুলের মঞ্চ থেকে শমীকের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার ধুলাগড়ে আমুলের নতুন দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানার ভূমিপুজো অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে আশাবাদী বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, এই প্রকল্প শুধুমাত্র একটি কারখানা তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্পায়নের পথ আরও প্রশস্ত করবে।

শমীক বলেন, এটা শুধু একটি প্রকল্প নয়। আগামী দিনে বাংলায় ডেটা সেন্টার আসবে, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পও গড়ে উঠবে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

শিল্প তৈরি হবে। পাশাপাশি খাদ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ ও অন্যান্য পরিকাঠামোর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

তিনি জানান, শিল্পের পাশাপাশি কৃষি ও খাদ্যভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশেও এই ধরনের বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। নতুন শিল্প এলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, পরিকাঠামোর উন্নতি হবে এবং রাজ্যে আরও বড় বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি হবে বলেও দাবি করেন তিনি। রাজ্যের শিল্প ভবিষ্যৎ নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুরে শমীক আরও বলেন, আমি আবারও বলছি, আজ থেকে ১০ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ফিরে তাকিয়ে দেখবেন, এই সময়টাই ছিল পরিবর্তনের সূচনা। তখন বাংলার শিল্প ও অর্থনীতির চেহারা অনেকটাই বদলে যাবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, আমুলের এই প্রকল্পকে তিনি রাজ্যে বৃহত্তর শিল্পায়নের সূচনা হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি, ধারাবাহিক বিনিয়োগ এবং আধুনিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ আগামী দিনে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

‘ভারত ট্যাক্সি’ অ্যাপ-ক্যাব চালকদের মালিকানার আশ্বাস অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার কলকাতার নিউটাউন থেকে আমুল কোম্পানির কারখানার ভূমিপুজোর অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজ্যে অ্যাপ-ক্যাব চালকদের জন্য নতুন সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগ ‘ভারত ট্যাক্সি’ চালুর ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক এবং রাজ্যের প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা হয়েছে। এই উদ্যোগ ‘সারথী’ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হবে। অমিত শাহের দাবি, এই ব্যবস্থায় অ্যাপ-ক্যাব চালকেরা শুধুমাত্র গাড়ি চালাবেন না, তাঁরা সমবায়ের সদস্য ও অংশীদারও হবেন। তাঁর কথায়, চালকেরা আর শুধু ড্রাইভার থাকবেন না, তাঁরা নিজেরাই কোম্পানির মালিকানার অংশীদার হবেন। ব্যবসার লাভ সরাসরি তাঁদের কাছেই পৌঁছবে। তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগের লক্ষ্য অ্যাপ-ক্যাব চালকদের স্বাবলম্বী করা এবং সমবায় মডেলের মাধ্যমে তাঁদের আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ইডি ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা একটি কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি ও সংখ্যালঘু কর্মীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ তুলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনে লিখিত অভিযোগ জমা দিল ভারতীয় জনতা মজদুর সেল (বিজেএমসি)-এর একটি প্রতিনিধি দল। বিজেএমসি-এর জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জির নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন জাতীয় সহ-সভাপতি আরমান গাঙ্গুলি, রাজ্য যুব শাখার সভাপতি মনপ্রীত সিং গ্রেওয়াল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম আহমেদ এবং দক্ষিণ কলকাতা শাখার সভাপতি এমবি মহেশ। অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি, সংখ্যালঘু কর্মীদের উপর অত্যাচার এবং সরকারি প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। অর্ণব চ্যাটার্জির দাবি, সংশ্লিষ্ট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটিকে ঘিরেই এই

অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে এবং বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিনিধি দল ইডি ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের কাছে দ্রুত তদন্ত, দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংখ্যালঘু কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছে। যদিও অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডিম-থেরাপির শিকার ধৃত পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলরের পুত্র ও শ্যালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার ডিম থেরাপির শিকার পানিহাটি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন দাসের ছেলে বাপ্পা দাস এবং শ্যালক কুট্টি মণ্ডল। তোলাবাজি, হুমকি, ভয় দেখানো-সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে খড়দা থানার পুলিশ বাপ্পা দাস এবং কুট্টি মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ ঘনিষ্ঠ হিসেবেই এলাকায় পরিচিত। রবিবার বেলায় থানা থেকে বের করে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ধৃতরা ডিম থেরাপির শিকার হন। চোর চোর স্লোগানের সঙ্গে দু'জনকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি ডিম ছুঁড়তে থাকেন ক্ষুব্ধ জনতা। পুলিশ কোনওক্রমে ধৃতদের প্রিজন ভ্যানে তুলে আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিজেপি কর্মী শাস্তা ঢালির অভিযোগ, বিজেপি করার অপরাধে তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন দাসের ছেলে তাঁদের দোকান এবং বাড়ি ভাঙচুর করেছে। এমনকি বলপূর্বক বাড়ি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চালিয়েছে ধৃত কাউন্সিলর পুত্র। তাঁর দাবি, পানিহাটির জয়প্রকাশ কলোনির অনেকেই ধৃত কাউন্সিলর পুত্রের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন।

কাঁকিনাড়া ঘাটে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিজের জামাই বাবুর সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ এক যুবক। রবিবার দুপুরে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে

ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে। নিখোঁজ যুবক ১৯ বছরের প্রশান্ত যাদব কাঁকিনাড়া জুটমিলের ৮ নম্বর লাইনের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর বাবা আলোক দেব যাদব কাঁকিনাড়া জুটমিলের শ্রমিক। ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন নিখোঁজ যুবক। নিখোঁজ যুবকের পিতা আলোক দেব যাদব জানান, ছেলে মাঝে মধ্যে গঙ্গায় স্নান করতে আসত। এদিন দুপুরে ছেলে তাঁর জামাইয়ের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছিল। আচমকা ছেলে গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে বিজেপির ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং বলেন, নিজের জামাই বাবুর সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ এক যুবক। নিখোঁজ যুবক যাদব পরিবারের একমাত্র সন্তান ছিলেন। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী দেরিতে আসায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন মণ্ডল সভাপতি।

শ্রাবণ মাস পড়তেই নিমতলায় ভূতনাথ মন্দিরে কাছে ক্রেতাদের ভিড়।
ছবি- অদিতি সাহা

খুঁটি পুজোর মাধ্যমে ৯৯তম বর্ষের শুভ সূচনা হয়ে গেল বেলগাছিয়া কেন্দ্রীয় সর্বজনীন দুর্গোৎসবের। বৃষ্টি উপেক্ষা করে আট থেকে আশির ঢল ছিল, সাবেকিয়ানার সঙ্গে এবারও থাকছে পরিবেশবান্ধব মণ্ডপের চমক। উপস্থিত পুজোর মূল উদ্যোক্তা বিশিষ্ট উদ্যোগপতি বিজয় আগরওয়াল সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী দুর্গাদাস দে (পিতাঃ মৃত দিলীপ কুমার দে; ঠিকানাঃ ৭৫/১এ হাজরা রোড, থানা-লেক/বর্তমান রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা-৭০০০১৯) দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুর ডি.আর. (D.R.) অফিসে নিবন্ধিত তাঁর মূল লিঙ্ক ডিড (Link Deed) বা দলিলটি হারিয়ে ফেলেছেন। দলিলটির নম্বর ১৪৭৩৩/১৯৯৩ এবং তারিখ ০২.১১.১৯৯৩। এই দলিলটি মৌজা- পশ্চিম পুটিয়ারি (তৌজি নং- ৩৩১, জে.এল. নং- ২৬, আর.এস. নং- ১৭৫, খতিয়ান নং- ১৬৬; থানা- বেহালা/তৎকালীন ঠাকুরপুকুর/বর্তমান হরিদেবপুর; জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা) এলাকায় অবস্থিত প্রায় ২ কাঠা ১২ ছটাক জমির মালিকানা সংক্রান্ত। এ বিষয়ে আমার মক্কেল ১২/০৬/২০২৬ তারিখে রবীন্দ্র সরোবর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জি.ডি. নং- ১১৯৪) করেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মূল দলিলটি পেয়ে থাকেন, তবে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। অন্যথায়, ভবিষ্যতে উক্ত মূল দলিল সংক্রান্ত কোনো দাবি বা লেনদেন গ্রাহ্য করা হবে না।
ঋতু আগরওয়াল খেমকা (অ্যাডভোকেট)
৭, গার্স্টিন প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, প্রথম তল, মোবাইল: ৯৯০০৭৩৩৯১৯, ই-মেইল: ritu100983@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

// জেলা-হুগলী, চুঁচুড়াস্থিত প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত //
সন -২০২৩ সালের- ৩৪৫ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা ।
আনন্দময় শেঠ দীগর ...... বাদী পক্ষ
(বনাম)
রিনা পাল দীগর .... বিবাদীপক্ষ
এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে- উপরি উক্ত বাদীপক্ষ **আনন্দময় শেঠ দীগর**, পিতা ৺শান্তনা শেঠ, সাকিম- বোরো মিত্র বাগান, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৬ , ৪/১০/২৩ তারিখে অত্র বাদী গণ অত্র মোকর্দ্দমার প্রতিবাদীর নাম বরাবর বিভাগ বন্টন মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে অত্র মোকর্দ্দমায়, ৩নং বিবাদী-**মঞ্জু নন্দী**, স্বামী মৃত অপরাজিত কুমার নন্দী, ৪ নং বিবাদী **অমিতাভ নন্দী**, পিতা মৃত অপরাজিত কুমার নন্দী, ৫ নং বিবাদী –**অলিভিয়া নন্দী**, পিতা মৃত অপরাজিত কুমার নন্দী, ৩ নং হইতে ৫নং বিবাদীগনের সাকিম-২৪, দক্ষিন পাড়া মেন রোড, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা-মগরা, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২৫০২, ১০ নং বিবাদী- **লক্ষ্মী নন্দী**, স্বামী-মৃত ইন্দ্রজিত নন্দী, ১১ নং বিবাদী **শ্রী প্রমিত নন্দী**, পিতা মৃত ইন্দ্রজিৎ নন্দী, ১০ নং ও ১১ নং বিবাদীদ্বয়ের সাকিম- পান্ডুয়া স্টেশন রোড, পোঃ ও থানা-পান্ডুয়া জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৯ , তাহারা সমন বেজারী হওয়ার কারনে দৈনিক সংবাদ পত্রের বিজ্ঞপ্তি করা হইল । এতদ্ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজ স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি জানাইবেন । নতুবা উপরোক্ত বাদী পক্ষে একতরফা রায় হইবে।
তপশীল: জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- খামারপাড়া, জে.এল নং-২২, আর.এস ও এল. আর খতিয়ান নং - ৫০৭, এল.আর দাগ নং- ২১৩২, বাস্তু ১০ কাঠা অথবা ০.১৬৬ একর।
বাদীগনের পক্ষে
শান্তনু চ্যাটার্জী,উকিলবাবু
আদালতের আদেশানুসারে
পার্থসারথি পাল, সেরেস্তাদার,
জেলা-হুগলী, চুঁচুড়াস্থিত প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত, ০৮/০১/২৬

ভারতে এল ভিভো টি৫ লাইট ৫জি

কলকাতা: ভিভো ইন্ডিয়া তাদের টি-সিরিজে নতুন স্মার্টফোন ভিভো টি৫ লাইট ৪৪ ওয়াট ৫জি লঞ্চ করেছে। তরুণ প্রজন্মের চাহিদার কথা মাথায় রেখে তৈরি এই স্মার্টফোনে রয়েছে ৬,৫০০ এমএএইচ দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি, ৪৪ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং, এআই-চালিত একাধিক প্রোডাক্টিভিটি ফিচার এবং উন্নত স্থায়িত্ব। পড়াশোনা, কনটেন্ট তৈরি, ভিডিও স্ট্রিমিং বা দৈনন্দিন কাজের জন্য ফোনটি নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স দেওয়ার দাবি করেছে সংস্থা। দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার এবং চলার পথে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ বজায় রাখার জন্য ফোনটিকে আদর্শ সঙ্গী হিসেবেই তুলে ধরেছে ভিভো।

শ্রাবণী মেলা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ‘নো এন্টি’ বা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হলেও, বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশিকার পরেই যানবাহনের বিধিনিষেধ নিয়ে বাড়তি তৎপরতা শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসনের অন্দরে। যেখান দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স, দুধ ও জরুরি পরিষেবার পণ্যর গাড়ি অনায়াসে যেতে পারবে। হরিপাল বিডিও অফিসে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা শ্রীরামপুরের বিধায়ক ভাস্কর ভট্টাচার্য, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, গ্রামীণ পুলিশ সুপার(হুগলি) কুনওয়ার ভূষণ সিংহ ও পুলিশ কমিশনার সুনীল যাদব।

বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী, বিধায়ক, পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্তারা তারকেশ্বর থেকে বৈদ্যবাটি পর্যন্ত শ্রাবণী মেলার এলাকা পরিদর্শন করার পরে কোথায় কী সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। এবার শ্রাবণী মেলায় এক কোটি পুণ্যার্থীর সমাগমের লক্ষ্য ধরে নিয়ে জলযাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হয় প্রশাসনিক বৈঠকে। গঙ্গার ঘাটে স্নানের জন্য ১৪টি ঘাটে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি ৫ কিমি অন্তর স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা, সব রকম ওষুধ মজুত রাখা হবে। মণিকমল হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে, অসুস্থ হলে দ্রুত পাঠানো হবে। রয়েছে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। গঙ্গায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু নিয়েও প্রশাসনিক বৈঠকে আলোচনা হয়। রাস্তার প্রতিটি মোড়ে মোড়ে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে গাইড ম্যাপ দেওয়া হবে। তাতে লেখা থাকবে কোথায় পানীয় জল, শৌচালয় ও চিকিৎসাকেন্দ্র। বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার পথে বৈদ্যবাটি, কামারকুন্ডু রেল গেটগুলিতে দুর্ঘটনা ঠেকাতে পুলিশ ও জিআরপি বেশি মাত্রায় মোতায়েন করা হবে। এছাড়া, ওয়াচ টাওয়ার থেকে নজরদারি চালাবে হুগলি গ্রামীণ ও কমিশনারেটের পুলিশ। শ্রাবণী মেলায় যাতায়াত ব্যবস্থায় গতি আনতে ইতিমধ্যেই বাড়টি ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছে পূর্ব রেল। তবে জলযাত্রীদের সুবিধার জন্য পুলিশ প্রশাসন থেকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা জারি হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর, জুলাই ও আগস্ট মাসজুড়ে শ্রাবণী মেলাকে প্রশাসনিক ভাবে শনি ও রবিবারকে গুরুত্বপূর্ণ ধরে নিয়ে ছ'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ দিন বৈঠকের পরে মন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশিকা মেনেই প্রশাসনের তরফে শ্রাবণী মেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবার শ্রাবণী মেলাকে বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, যেটা রাজ্যবাসীর কাছে খুবই গর্বের।’

ঝাড়গ্রামে সাতটি বালিবোঝাই লরি আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: অবৈধ বালি উত্তোলন ও ওভারলোড বালি পরিবহণের বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ-প্রশাসন আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় ও সাতপাটি এলাকার কংসাবতী নদী থেকে ওভারলোড অবস্থায় বালি পরিবহণের অভিযোগে জোরদার অভিযানের অংশ হিসেবেই শনিবার ঝাড়গ্রামের ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বালিভাষা এলাকায় বিশেষ নাকা তল্লাশি চালায় মানিকপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। তদন্তে দেখা যায়, লালগড় ও সাতপাটি এলাকার কংসাবতী নদী থেকে আনা বালি নিয়ে চলা ৭টি লরি ওভারলোড অবস্থায় জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচল করছে। অভিযোগের সত্যতা মিলতেই ৭টি লরির বিরুদ্ধেই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পুলিশের এই সক্রিয় ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২০ জুলাই ২০২৬, ৩ শ্রাবণ ১৪৩৩, সোমবার

স্বাধীনতা দিবসেই আসছে রাজ্যে নতুন শিল্পনীতি

জমি ও কর্মসংস্থানে জোর সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি বছরের স্বাধীনতা দিবসে পশ্চিমবঙ্গের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার। এই নতুন নীতিতে বিনিয়োগ বাড়ানো, উৎপাদন শিল্পকে শক্তিশালী করা এবং কর্মসংস্থান তৈরির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি শিল্পের জন্য জমি ব্যবস্থাপনায়ও নতুন ভাবনা সামনে আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

কলকাতায় কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)-র এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, শিল্পের জন্য একটি সমন্বিত ভূমি নীতির প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর মতে, বন্ধ কারখানার অব্যবহৃত জমিকে নতুন শিল্প স্থাপনে কাজে লাগানোর উপর জোর দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে শিল্পে আর্থিক প্রণোদনার বিষয়েও সরকার গুরুত্ব দেবে। সম্প্রতি অন্য একটি শিল্প সম্মেলনে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জানান, নতুন শিল্পনীতিকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকার শিল্প-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একে কেন্দ্র করে রাজ্যে বিনিয়োগকারী-কেন্দ্রিক সংস্কার এবং স্বচ্ছ শিল্পনীতির মাধ্যমে ২০২৭ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে দেশের অন্যতম শিল্প গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

তিনি আরও জানান, নতুন শিল্পনীতিতে একক জানালা বা সিঙ্গেল উইন্ডো অনুমোদন ব্যবস্থা, খাতভিত্তিক অনুমোদন, জিআইএস-ভিত্তিক ল্যান্ড ব্যাংক, স্পষ্ট প্রণোদনা কাঠামো, শিল্প ক্লাস্টার গড়ে তোলা, উন্নত লজিস্টিকস ব্যবস্থা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া আরও সহজ করার মতো একাধিক পদক্ষেপ রাখা হবে।

এই ক্ষেত্রে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় আরও বলেন, স্বচ্ছ শিল্পনীতি তৈরি হয়েছে। অগস্ট মাসের মধ্যেই শিল্প রোডম্যাপের পরবর্তী ধাপ ঘোষণা করার আশা করছি। তিনি জানান, রাজ্যে গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার

(জিসিসি) গড়ে তোলার উদ্যোগও চলছে। পাশাপাশি খুব শীঘ্রই একটি পৃথক স্টার্টআপ নীতিও প্রকাশ করা হবে। রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতা কমাতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের কথাও জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, আমাদের লক্ষ্য শুধু বিনিয়োগ আনা নয়, মানসম্মত কর্মসংস্থান তৈরি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তিনি আরও বলেন, সরকার শিল্পের পাশে রয়েছে এবং বিনিয়োগ, সম্প্রসারণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বাংলার দক্ষ মানবসম্পদের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাবে বহু দক্ষ মানুষ কাজের খোঁজে রাজ্যের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই তাঁদের রাজ্যে ধরে রাখতে শিল্প ও বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি জোর দেন। এর আগে বাঁকুড়ায় একটি শিল্প প্রকল্পের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, সরকারি প্রণোদনা কত টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করবে না। বরং কত কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, সেই ভিত্তিতেই শিল্প সংস্থাগুলিকে সুবিধা দেওয়া হবে। নতুন শিল্পনীতিতেও কর্মসংস্থানকে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে সরকারের বক্তব্য।

দেশে অবৈধভাবে থাকা বিদেশি ও অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে তৈরি কলকাতা পুলিশের নয়া শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপোস নয়, সেই বার্তা অনেক আগে থেকেই দিয়ে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারী নিয়ে আগেই কড়া বার্তাও দিতে শোনা গিয়েছিল তাঁকে। এবার বদলের বাংলায় ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বিদেশিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ। বেআইনিভাবে কলকাতায় থাকা বিদেশিদের খুঁজে বের করতে এসআইএফ-এর ডিপোর্টেশন বিভাগ চালু করল লালবাজার। কলকাতা পুলিশের নতুন এই শাখাকে এসটিএফ-ডি শাখা নামে। লালবাজার সূত্রে খবর, একজন ডিসির নেতৃত্বে চালু করা হয়েছে নতুন এই বিভাগ। মূল কাজ শহরে অবৈধভাবে থাকা বিদেশি নাগরিক ও অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা ও তাঁদের আইন মেনে ফেরত পাঠানো। নতুন ওই শাখার কর্মপদ্ধতি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন পুলিশ কমিশনার।

এসসিও- অর্থাৎ সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের আওতায় চালু হয়েছে এই নয়া শাখা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা তথ্য দিয়ে রাখা শ্রেয়, সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, এরা মূলত কলকাতা শহরে বিদেশি নাগরিকদের উপর নজরদারি চালায়। পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাজ করেন এখানের কর্মরত আধিকারিকরা। এবার এফআরআরও- র সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে এই শাখা। আর এই নজরদারি করার কারণ হিসেবে জানানো হচ্ছে, কয়েক বছরের পরিসংখ্যা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সময়ে বৈধ ভিসা ও পাসপোর্ট নিয়ে কলকাতায় আসছেন। তারপর দেখা যাচ্ছে সেই ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তাঁরা এদেশে থেকে যাচ্ছেন। এর মধ্যে অনেকেই আবার এখানে পাকাপাকি ভাবে থাকার জন্য ভারতীয় ভুয়ো পরিচয়-পত্র ও নথিপত্র তৈরি করছেন। তেমনই বিভিন্ন বিদেশি নাগরিক ধরাও পড়েছেন। সেই পরিস্থিতি যাতে আগামীতে যাতে কড়া পদক্ষেপ করা যায় সেই জন্যই এই পদক্ষেপ।

শহিদ দিবসের আমন্ত্রণ না পেয়ে ক্ষুব্ধ ১৯৯৩-এর শহিদ পরিবার

২১ জুলাইয়ের আগে তৃণমূলে বিভাজনের ছায়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২১ জুলাই শহিদ দিবসের আগে তৃণমূলের অন্দরের বিভাজন এবার এসে পড়েছে শহিদ পরিবারগুলির উপরেও। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূল এখন দুটি শিবিরে আড়াআড়ি বিভক্ত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'কালীঘাট তৃণমূল', অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'আসল তৃণমূল'। এই পরিস্থিতির মধ্যেই অভিযোগ উঠেছে, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহতদের একাধিক পরিবার এ বছর কোনও শিবিরের কাছ থেকেই আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পাননি।

যদিও এবার আর ধর্মতলায় একক কর্মসূচি হচ্ছে না। একদিকে যেখানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির মেয়ো রোডে শহিদ দিবসের সভার আয়োজন করেছে। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের কর্মসূচি রয়েছে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে। এই সভাকে কেন্দ্র করে যুযুধান দুই পক্ষই নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনে ব্যস্ত থাকলেও, শহিদ পরিবারের একাংশের দাবি, তাঁদের কথা কেউ ভাবেনি। তারা কার্যত ব্রাত্যই থেকে গেছেন। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়। দীর্ঘ তিন দশক ধরে শহিদ

দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো এবং সম্মান জানানোর রীতি ছিল। স্থানীয় তৃণমূল নেতারাই তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দিতেন এবং কলকাতায় আসার যাবতীয় ব্যবস্থাও করতেন। যদিও এ বছর সেই চিত্র বদলে গিয়েছে বলে অভিযোগ করছেন একাধিক শহিদ পরিবার।

সোনারপুরের শহিদ রতন মণ্ডলের পরিবারের দাবি, এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাছে কোনও আমন্ত্রণ পৌঁছয়নি। অতীতে রতন মণ্ডলের স্ত্রী মহারানি মণ্ডল ও ছেলে সঞ্জয় মণ্ডল নিয়মিত শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতেন বলেও পরিবারের দাবি। অপরদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের শহিদ আধুল খালেকের স্ত্রী কহিনুরা বিবি জানিয়েছেন, অসুস্থতার কারণে এ বছর তিনি অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন না। তবে তিনি বলেন, তৃণমূল বলতে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চিনি। তিনি আরও জানান, সুস্থ থাকলে কালীঘাট শিবিরের কর্মসূচিতেই যোগ দিতেন। আরও এক শহিদ পরিবারের সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে আক্ষেপ করে বলেন, এতগুলো বছর ধরে আমরা ধর্মতলার মঞ্চে গিয়েছি। আজ দল ক্ষমতায় নেই, নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তাই আমাদের কথা হয়তো কারও মনে নেই। শহিদ পরিবারগুলির অভিযোগ, ২১ জুলাই একেবারে দোরগোড়ায় চলে এলেও এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষের তরফে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। ফলে বহু বছরের একটি রাজনৈতিক ও আবেগঘন পরম্পরায় এবার ছেদ পড়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, তার প্রভাব পড়েছে শহিদ দিবসের আয়োজনেও। দুই শিবির নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে ব্যস্ত থাকায়, ২১ জুলাইয়ের মূল আবেগ ও শহিদ পরিবারের সম্মান প্রদর্শনের ঐতিহ্য এবার অনেকটাই আড়ালে চলে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোন পক্ষের মাধ্যমে শহিদ পরিবারদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা হবে তাই নিয়েই ধন্দে আছেন পরিবারের সদস্যরাও।

নারায়ণপুরে বিস্ফোরণের ঘটনায় পলাতক মূল মাস্টারমাইন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারি বাগান এলাকায় শনিবার রাতে বিস্ফোরণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। নারায়ণপুর থানা সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম মহম্মদ শামিম ও শাহেনশাহ। সঙ্গে এও জানানো হয় যে, মহম্মদ শামিমকে কামারহাটি ও মহম্মদ শাহেনশাহকে নারায়ণপুর এলাকা

থেকে গ্রেপ্তার করে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। কিন্তু, তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড অবশ্য অন্য একজন। তাঁর নাম নামাজি সিদ্দিকী।

এরপর থেকেই নারায়ণপুর বিস্ফোরণ কাণ্ডে মূল মাস্টারমাইন্ড নামাজি সিদ্দিকীর খোঁজে পুলিশ। নামাজি সিদ্দিকী সম্পর্কে এও জানা গেছে, টাকার ফান্ডিং থেকে শুরু করে ঘর ভাড়া প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমস্ত ফান্ড তিনিই জুগিয়েছিলেন। আর এই কথা স্বীকার করেছেন ধৃত মহম্মদ শামিম ও শাহেনশাহ।

পাশাপাশি তদন্তে নেমে এও জানা গিয়েছে, এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করে গোটা এলাকা দখলদারির জন্য বোমা ও বোমার মশলা মজুত রাখা হয়েছিল। ঘর ভাড়া নিয়ে এখানে বোমা তৈরি করার ছক করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বাইরে থেকে বিপুল পরিমাণ বারুদ এনে ঘরে বসেই বোমা তৈরি করা ছক করা হয়েছিল। ঘটনার পরেও এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে এই নামাজি সিদ্দিকীকে। তবে মহম্মদ শামিম এবং শাহেনশাহ গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই এখনও বেপাত্তা এই নামাজি সিদ্দিকী।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, রাজারহাট বিস্ফোরণের মূল মাস্টারমাইন্ড নামাজি সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে পুরনো পাঁচটি মামলা রয়েছে। সেগুলি তোলাবাজি এবং আগ্নেয়াস্ত্র সংক্রান্ত মামলা। রাজারহাট থানা, নারায়ণপুর থানা, এয়ারপোর্ট থানা এবং কাশিপুর থানায় এই নামাজির বিরুদ্ধে একাধিক পুরনো মামলা রয়েছে। এবার সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। তবে নামাজি সিদ্দিকীর বাবার দাবি, বহুদিন ধরে তার ছেলে বিজেপি করে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

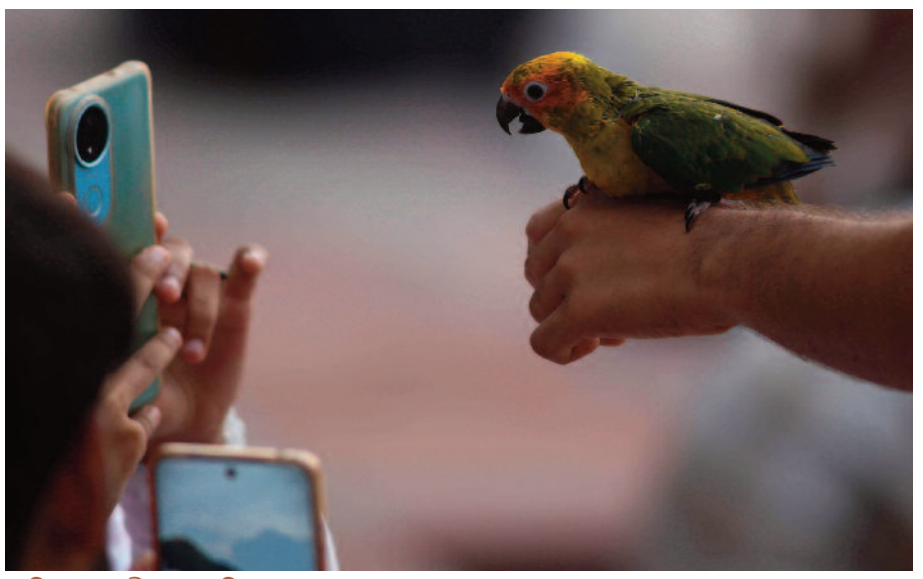

পাখি আমার নীড়ের পাখি...। শোভাবাজারে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

১০ বছরের পড়ুয়ার শরীরে কোভিড, সতর্ক থাকার পরামর্শ চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় ফের এক শিশুর শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ধরা পড়েছে। গড়িয়ার ১০ বছরের এক বালক জ্বর, সর্দি, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর পরীক্ষায় তার কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ে। একই সঙ্গে তার ফুসফুসে নিউমোনিয়ার লক্ষণও মিলেছে। বর্তমানে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষ আইসোলেশন ইউনিটে তার চিকিৎসা চলছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের বক্তব্য, শিশুটির শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। হাসপাতালের এক কর্তার কথায়, রোগীর উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাঁর আরও দাবি, উন্নত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকায় দ্রুত ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের সংক্রমণ সাধারণ ভাইরাল জ্বর ভেবে বাড়িতেই সেরে যায়।

এই ঘটনায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শিশুটির মাকেও আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। পরিবারের অন্য সদস্যদেরও কোভিড পরীক্ষা শুরু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন,

সব ধরনের চিকিৎসা জাতীয় নির্দেশিকা মেনেই করা হচ্ছে। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন বর্ষার সময় হওয়ায় শিশুদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা, আরএসভি, অ্যাডেনোভাইরাস-সহ বিভিন্ন শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ বাড়ে। তাই শুধু জ্বর দেখেই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। দীর্ঘদিন জ্বর, তীব্র কাশি বা শ্বাস নিতে সমস্যা হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে, বলছেন চিকিৎসকেরা।

এই প্রসঙ্গে হাসপাতালের এক আধিকারিকের মতে, এখন মাঝেমধ্যেই বিচ্ছিন্ন কোভিড সংক্রমণ সামনে আসছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মৃদু এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য। অর্থাৎ, ভাইরাস পুরোপুরি বিদায় না নিলেও আগের মতো বড় আকারের সংক্রমণের ছবি এখন দেখা যাচ্ছে না।

যদিও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, শিশুদের অসুস্থতাকে হালকাভাবে না দেখে প্রয়োজন হলে পরীক্ষা করানো উচিত। পাশাপাশি হাত পরিষ্কার রাখা, ভিড় এড়ানো এবং শ্বাসকষ্ট বা অক্সিজেনের ঘাটতির মতো উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে হাসপাতালে যাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ পদক্ষেপ।

সপ্তাহভর বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার সকাল থেকেই মুখভার আকাশের। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টিও হয়। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি হলেও, একাংশ অংশ দুর্বল হয়েছে। তবে, ঘূর্ণাবর্ত এখনও সক্রিয়। জানা যাচ্ছে, সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে স্থলভাগে। সেই কারণেই উত্তরবঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গেও। এদিকে কলকাতার আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বৃষ্টি হলেও বজায় থাকবে অস্বস্তিকর গরম। তবে নতুন সপ্তাহ থেকে বাড়তে পারে বৃষ্টির দাপট। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করায় সক্রিয় হয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা। ফলে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তর ওড়িশা এবং সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর বর্তমানে একটি নিম্নচাপ অবস্থান করছে। একই সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫.৮ কিলোমিটার উচ্চতায় একটি

ঘূর্ণাবর্তও সক্রিয় রয়েছে। তবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় এই নিম্নচাপটি কিছুটা শক্তি হারাতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন অঞ্চলে থাকা নিম্নচাপটি দুর্বল হলেও তার প্রভাবে রাজ্যে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। এর পাশাপাশি সক্রিয় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি অক্ষরেখা এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। এছাড়া, বর্ষাকালীন অক্ষরেখা পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখা রয়েছে। এর ফলে সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে স্থলভাগে।

একইসঙ্গে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সপ্তাহের শুরুতেই বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবার দিনভর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। সঙ্গে বইতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে বৃষ্টির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, নতুন সপ্তাহে বিশেষ সতর্কতা রয়েছে উপকূলের জেলাগুলিতে। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ২১ জুলাই অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি ফের বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদিয়া এই সব জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। যে কারণে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আর এই বৃষ্টি চলবে আগামী শনিবার পর্যন্ত। তবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রা বেশি থাকায় বহাল থাকবে অস্বস্তি।

অন্য দিকে, উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতাও। সোমবার অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায়। মঙ্গলবারের পর থেকে বৃষ্টি কিছুটা কমতে পারে। মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুরে বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী চার দিন। বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যেই বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীর জল। নিচু এলাকায় প্লাবন এবং পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের।

ডিউটিরত পুলিশকর্মীদের মোবাইল ফোন, ইয়ারফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিউটিরত পুলিশকর্মীদের শৃঙ্খলা ও সতর্কতা আরও জোরদার করতে এবার কঠোর নির্দেশ জারি কলকাতা পুলিশের। লালবাজার সূত্রে খবর, জারি হওয়া নির্দেশিকায় পুলিশ কর্মী থেকে আধিকারিকদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, কলকাতা পুলিশের যে কোনও ইউনিটের পুলিশকর্মী ডিউটি চলাকালীন মোবাইল ফোন, ইয়ারফোন, হেডফোন বা এ ধরনের কোনও ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ব্যবহার করতে পারবেন না।

পাশাপাশি এই নির্দেশে আরও স্পষ্ট ভাবে জানানো হয়েছে, ডিউটির সময় গ্যাজেট ব্যবহারের

ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে। কেউ এই নির্দেশ অমান্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। কলকাতা পুলিশের সমস্ত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিভিশনাল ডিসি, ব্যাটালিয়ন ডিসি, ইউনিট ডিসি, থানার ওসি এবং কন্ট্রোল রুম-সহ সংশ্লিষ্ট সব ইউনিটে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশের একাংশের মতে, গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ডিউটির সময় মোবাইল বা অন্যান্য গ্যাজেট ব্যবহারের ফলে নজরদারিতে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা থাকে। সেই কারণেই সর্বোচ্চ সতর্কতা নিশ্চিত করতে এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর ফিল্ডে এর বাস্তবায়নের উপরও বিশেষ নজর রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে।

সম্পাদকীয়

রক্ষা পাক শৈশব, ভারতেও শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ হোক সোশ্যাল মিডিয়া

শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দেশে ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খোলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে অস্ট্রেলিয়া। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে অজিদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপরই গোটা দেশে জল্পনা ছড়িয়েছে এবার ওই পদ্ধতি কি ভারতেও দেখা যেতে পারে? এই নিয়ে সরকারি ভাবে এখনও কোনও স্পষ্ট নির্দেশ বা বিবৃতি না পাওয়া গেলেও বিষয়টি যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে সেটা পরিষ্কার। অস্ট্রেলিয়ার পর ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলিও এখন এক এক করে এই পথে হাঁটতে শুরু করেছে বলেও খবর। ফলে, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি যে শৈশবকে বাঁচাতে এই পথে হাঁটবে না এটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অতীতে অনেক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই দেশবাসী এখন সাগ্রহে এইদিকে তাকিয়ে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে মন্তব্যের পর বিশ্বজুড়ে ফের আলোচনা শুরু হয়েছে, শিশুদের সোশ্যাল মিডিয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে আরও কঠোর নিয়মের প্রয়োজন আছে কি না।বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১ জুন থেকে মালয়েশিয়ায় নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে, যার অধীনে ১৬ বছরের কম বয়সিরা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক এবং ইউটুউব-এর মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না। এই সিদ্ধান্ত দেশের অনলাইন সুরক্ষা আইনের আওতায় নেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল শিশুদের ইন্টারনেটের বিভিন্ন ঝুঁকি থেকে দূরে রাখা। বিল গেটসের মতো বিশিষ্টরাও বিভিন্ন সাক্ষাতকারে শিশু ও কিশোরদের মোবাইল থেকে দূরে রাখার পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে সওয়াল করে আসছেন। কিন্তু বেশ কয়েকটি দেশ এই নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলেও ভারতে আজ অবধি এরকম কিছু দেখা যায়নি। এবার এই দেশেও সেই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদি এটা করা যায়, তবে সত্যিই মঙ্গল।

শব্দছক ২২১

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. লখিন্দরের স্ত্রী ৩. ভূমিজোড়া সমগ্র ভারত ৬. কাঁচাঘর নির্মাণের মিস্ত্রী ৭. লক্ষ ৮. মানুষ ১০. মঙ্গলময় পবিত্র ১২. জল ১৩. অনুসন্ধান করা ১৫. কতিপয় মানুষ ১৭. সর্বদা ২০. গাছের শাখা ২১. নির্ভয় ২২. দহন ২৪. পরিধানের পোষাক ২৫. পল্লী প্রতিবেশী ২৬. অতি নিকৃষ্ট মানের

ওপর-নিচ: ১. বিশ্বাসঘাতকতা ২. পরিত্রাণ ৩. মৃত্তিকার পুজোপাঠ ৪. শাল প্রভৃতি বড় গাছের ছোট গুড়ি ৫. সেই সময়ে ৯. পাপীদের মৃত্যুর পরে শাস্তিভোগের ঠাঁই ১১. পর্যন্ত ১৩. অনুসন্ধান ১৪. গাধা ১৬. মশক ১৮. দায়ীত্বের বোঝা ১৯. বৃক্ষ ২১. আগুন ২৩. শ্রীবিষ্ণু

সমাধান ২২০ — পাশাপাশি: ১. সত্য ২. মজদুর ৪. বন্দি ৬. ধামাধরা ৮. ভাগনী ১০. নল ১১. পোষণ ১২. কোমল ১৪. কলি ১৬. দূষণ ১৭. অকুণ্ঠন ১৯. জ্ঞাত ২০. ষড়ানন ২১. ঝাঁপ

ওপর-নিচ: ১. সমাধান ২. মন্দিরা ৩. দুরাভাষ ৪. বধ ৫. রানী ৭. মালকোষ ৯. গণকণ্ঠ ১৩. মনকাড়া ১৫. লিনতাপ ১৬. দূত ১৭. অজ্ঞান ১৮. কুত

আজকের দিন

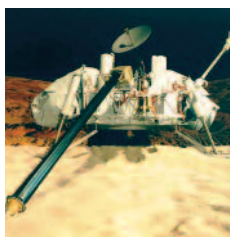

- ১৯৪৪ — স্যুটকেস বোমা ব্যবহার করে অ্যাডলফ হিটলারকে হত্যার চেষ্টা।
- ১৮৮১ — হাঙ্কপাপা লাকোট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।
- ১৯৭৬ — নাসার ভাইকিং ১ সফলভাবে মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করে।

জন্মদিন

নাসিরুদ্দিন শাহ

১৯২৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজেন্দ্র কুমারের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দেবাশিস মহান্তির জন্মদিন।*

আমরা কি ইংরেজির মাধ্যমে নিজের ভাষার শ্রাদ্ধ করছি?

ভাষা, আত্মপরিচয় এবং স্বাধীনতার অসমাপ্ত প্রশ্ন

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

একটি প্রশ্ন কখনও-কখনও একটি জাতির দীর্ঘদিনের নীরবতাকে ভেঙে দেয়। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ;ইংরেজিকে কি ভারতের স্বদেশি ভাষা বলা যায়?;ঠিক তেমনই একটি প্রশ্ন। এটি নিছক ভাষাতত্ত্বের বিতর্ক নয়, বরং স্বাধীনতার আট দশক পরেও ভারত নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় সম্পর্কে কতটা আত্মবিশ্বাসী, সেই কঠিন আত্মসমীক্ষার আহ্বান। প্রশ্নটি ইংরেজির বিরুদ্ধে নয়; প্রশ্নটি সেই মানসিকতার বিরুদ্ধে, যেখানে একটি বিদেশি ভাষা ধীরে-ধীরে যোগ্যতার মানদণ্ড, সামাজিক মর্যাদার প্রতীক এবং ক্ষমতার চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে এবং নিজের ভাষাগুলি ক্রমশ ঘরের কোণে ঠাঁই পাচ্ছে।

ইংরেজি এ দেশে বন্দুকের নল দিয়ে আসেনি, এটি এসেছে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে। তারপর সময়ের স্রোতে শিক্ষা, প্রশাসন, আইন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, ব্যবসা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের অপরিহার্য ভাষায় পরিণত হয়েছে। আজ কোটি-কোটি ভারতীয় ইংরেজিতে পড়াশোনা করেন, চাকরি করেন, গবেষণা করেন। ফলে ইংরেজিকে কেবল 'বিদেশি' বলে উড়িয়ে দেওয়া বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হবে। কিন্তু অন্য প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ;দীর্ঘদিন ব্যবহার করলেই কি একটি ভাষা স্বদেশি হয়ে যায়? স্বদেশ কি কেবল ব্যবহারের পরিসংখ্যান দিয়ে নির্ধারিত হয়, নাকি তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ইতিহাস, সংস্কৃতি, লোকস্মৃতি এবং মানুষের আবেগ?

ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস ভাষার ইতিহাসও বটে। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তামিল, বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া, মারাঠি, কন্নড়, তেলুগু, মালয়ালম, কাশ্মীরি; প্রতিটি ভাষাই কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; তারা বহন করে শতাব্দীর জ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, লোক-ঐতিহ্য এবং জীবনবোধ। এই ভাষাগুলিই ভারতকে ভারত করেছে। অথচ আজ আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি, যখন নিজের ভাষায় দক্ষ হওয়ার চেয়ে ইংরেজিতে সাবলীল হওয়াকে অধিক মূল্য দেওয়া হয়। ভাষা এখানে আর কেবল ভাষা নয়; এটি সামাজিক পরিচয়পত্র।

এই বাস্তবতার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় বিচারব্যবস্থায়। সংবিধানের ৩৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট এবং অধিকাংশ উচ্চ আদালতের বিচারকার্য এখনও ইংরেজিতে পরিচালিত হয়। যে সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচারের আশায় আদালতের দ্বারস্থ হন, তিনিই অনেক সময় আদালতের রায় পড়ে বুঝতে পারেন না। বিচার তাঁর জন্য, কিন্তু ভাষা অন্যের। গণতন্ত্রের এই বৈপরীত্য অস্বস্তিকর। বিচার যদি মানুষের ভাষায় না পৌঁছয়, তবে ন্যায়বিচারের পূর্ণতা কোথায়? সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিভিন্ন রায় ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অনুবাদ কখনও মাতৃভাষায় চিন্তার বিকল্প হতে পারে না। বিচারব্যবস্থাকে মানুষের ভাষার আরও কাছে নিয়ে আসাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার।

ভাষার প্রশ্নে আজকের ভারত আসলে এক গভীর সামাজিক বৈষম্যের মুখোমুখি। ইংরেজি আজ সুযোগের ভাষা, আবার বৈষম্যের ভাষাও। নামী স্কুল, আইআইটি, আইআইএম, বহুজাতিক সংস্থা কিংবা আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে ইংরেজি প্রায় অপরিহার্য। অন্যদিকে গ্রামের মেধাবী ছাত্র, সরকারি বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় পড়া অসংখ্য তরুণ কিংবা প্রান্তিক পরিবারের শিক্ষার্থীরা প্রতিভার অভাবে নয়, ভাষাগত অসুবিধার কারণে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। ফলে ভাষা অদৃশ্য এক শ্রেণিবিভাজনের দেয়াল তৈরি করছে। গণতান্ত্রিক সমাজে এটি উদ্বেগের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে ম্যাকলের নাম অনিবার্যভাবেই ফিরে আসে। ১৮৩৫ সালের সেই বহুচর্চিত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল এমন এক ভারতীয় শ্রেণি গড়ে তোলা, যারা রক্তে ভারতীয় হলেও চিন্তায় হবে ইংরেজ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরও আমরা কি সেই মানসিক উপনিবেশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি? আজও বহু পরিবারে সন্তান ইংরেজিতে কথা বললে গর্বের কারণ হয়, কিন্তু মাতৃভাষায় কথা বললে তাকে আধুনিক বলে মনে করা হয় না। স্কুলে, অফিসে, সামাজিক পরিসরে;নিজের ভাষার চেয়ে ইংরেজি যেন বেশি মর্যাদার প্রতীক। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কি এ-ই?

সবচেয়ে বড় বিপদটি অবশ্য অন্যত্র। একটি ভাষা হারিয়ে গেলে কেবল কিছু শব্দ হারায় না; হারিয়ে যায় একটি সভ্যতার স্মৃতি। লোককথা, প্রবাদ, গ্রামীণ জ্ঞান, আঞ্চলিক ইতিহাস, পারিবারিক সম্পর্কের সূক্ষ্মতা, লোকসংগীত, কৃষি-অভিজ্ঞতা;এসবই ভাষার ভাঁজে-ভাঁজে বেঁচে থাকে। নতুন প্রজন্ম যদি মাতৃভাষায় ভাববার অভ্যাস হারিয়ে ফেলে, তবে ধীরে-ধীরে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারও ক্ষয়ে যেতে থাকে। ভাষার মৃত্যু কখনও হঠাৎ ঘটে না; প্রথমে মানুষ সেই ভাষায় পড়া কমায়, তারপর লেখা কমায়, শেষে ভাবাও কমিয়ে দেয়।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলির অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে শিক্ষণীয়। জাপান আধুনিক প্রযুক্তিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে জাপানি ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেই। জার্মানি, ফ্রান্স, চীন কিংবা ইজরায়েল;কেউই নিজেদের ভাষাকে বিসর্জন দেয়নি। তারা ইংরেজি শিখেছে, ব্যবহার করেছে, কিন্তু নিজেদের ভাষাকে জাতীয় শক্তির ভিত্তি হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। বিশ্বায়নের যুগেও তারা বুঝেছে, মাতৃভাষা হারালে জাতির আত্মাও দুর্বল হয়ে পড়ে।

ভারতের পথও তাই সংঘাতের নয়, সমন্বয়ের। ইংরেজি শেখা প্রয়োজন, কারণ পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগের জন্য তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে সমান জরুরি ভারতীয় ভাষাগুলিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আইন, চিকিৎসা এবং উচ্চশিক্ষার পূর্ণাঙ্গ ভাষা হিসেবে গড়ে তোলা। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব দিয়েছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর অনুবাদ প্রযুক্তি যে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলেছে, তা আশাব্যঞ্জক। এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, শিক্ষাগত বিনিয়োগ এবং সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন।

আসলে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষার মধ্যে যুদ্ধ নেই। যুদ্ধটি আত্মবিশ্বাস ও আত্মবিস্মৃতির। একটি শিশু যদি প্রথমে নিজের মাতৃভাষায় পৃথিবীকে চিনতে শেখে, তারপর আঞ্চলিক ভাষায় সমাজকে বুঝতে পারে এবং ইংরেজির মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, তবেই প্রকৃত বহুভাষিক ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। ভাষার আসল শক্তি সহাবস্থানে।

আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ইংরেজি স্বদেশি কি না, সেটি নয়। আসল প্রশ্ন;আমরা কি আমাদের ভাষাগুলিকে এমন মর্যাদা দিতে পেরেছি, যাতে একজন শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় পড়েও বিজ্ঞানী হতে পারে, বিচারক হতে পারে, চিকিৎসক হতে পারে, বিশ্বমানের গবেষক হতে পারে? যদি সেই উত্তর এখনও 'না' হয়, তবে বিতর্কের কেন্দ্র ইংরেজি নয়; আমাদের ভাষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা এবং মানসিকতা।

একটি জাতি তখনই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়, যখন সে জাতি নিজের ভাষায় চিন্তা করতে, স্বপ্ন দেখতে এবং নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে কোনও সংকোচ বোধ করে না। কারণ ভাষা কেবল উচ্চারণের মাধ্যম নয়; ভাষা একটি জাতির ইতিহাস, স্মৃতি, সংস্কৃতি, জীবনদর্শন এবং ভবিষ্যতের মানচিত্র। মাতৃভাষা হারানো মানে কেবল কয়েকটি শব্দ হারানো নয়, হারিয়ে ফেলা একটি জাতির আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

যেদিন আমরা নিজের ভাষায় জ্ঞানচর্চা করতে লজ্জা পাব, সেদিনই আমাদের স্বাধীনতা অপূর্ণ থেকে যাবে। আর যদি এমন এক সময় আসে, যখন ইংরেজির মোহে আমরা আমাদের মাতৃভাষাগুলিকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলে দিই, তবে ইতিহাস এক নির্মম সত্যের সাক্ষী থাকবে;আমরা অন্য কোনও শক্তির হাতে নয়, নিজের হাতেই নিজের ভাষার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেছি। একটি জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড় আত্মপরাজয় আর হতে পারে না।

(মতামত ব্যক্তিগত)

আমি বনফুল গো

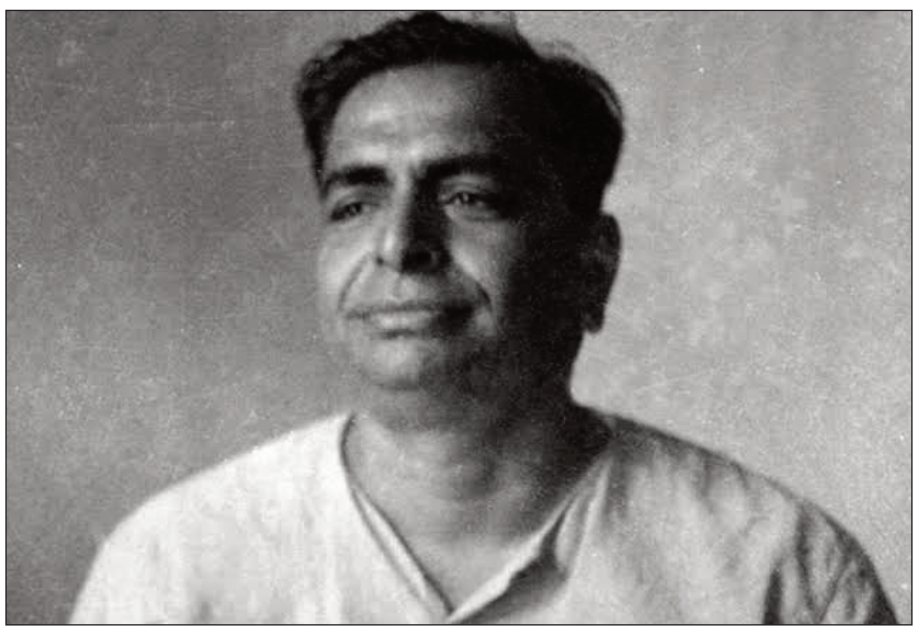

বৈশাখী রায় চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যাকাশে যে কজন আলোকবর্তিকা নিজেদের স্বতন্ত্র সৃষ্টিশীলতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধারা তৈরি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়;যাঁকে আমরা চিনি তাঁর কালজয়ী ছদ্মনাম 'বনফুল' হিসেবে। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কথাসাহিতিক কবি নাট্যকার প্রাবন্ধিক এবং চিকিৎসক। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের উনিশে জুলাই বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার মনিহারি গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রতিযোগিতার জন্য কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু হয় তাঁর। তুমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়েন তখন বিকাশ নামের একটি হাতে লেখা পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। মালঞ্চ পত্রিকায় বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় বনফুল ছদ্মনামে। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় বনফুলের প্রথম ছোট গল্প 'পাখি' প্রকাশিত হয় তারপর ১৩২৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকাতেই বনফুলের দ্বিতীয় ছোট গল্প 'চোখ গেল' প্রকাশিত হয়।বলাইচাঁদ কৃতি ছাত্র ছিলেন। হাজারীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আইএসসি পাস করার পর তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং পরবর্তীতে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি ꦿ লাভ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন বিখ্যাত প্যাথলজিস্ট বা রোগনির্ণয়কারী চিকিৎসক ছিলেন। প্রায় ৪০ বছর তিনি এই পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন।পেশায় চিকিৎসক হয়েও যিনি আমৃত্যু প্রেসক্রিপশনের কাগজের চেয়ে সাহিত্যের পাতায় জীবনের নিখুঁত নিদান দিয়েছেন বেশি। বনফুলের উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় ষাটটি, হাজারের বেশি কবিতা, ৫৮৬ টি ছোট গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে 'গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড' কর্তৃক প্রকাশিত 'বনফুলের রচনাবলী' গ্রন্থে ৫৭৮টি গল্প পাওয়া যায়। বাকি অন্য জায়গায় রয়েছে তার আরো আটটি গল্প। বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য জীবনে মুলক নাটক রচনার কৃতিত্ব বনফুলের।অবয়বের সংক্ষিপ্ততা ছিল বনফুলের গল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার অনেক গল্পই আয়তনে এক পৃষ্ঠা, আধ পৃষ্ঠা, এমনকি কয়েক লাইনেরও হতো। বাংলা সাহিত্যে এত ছোট অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প তাঁর আগে কেউ লেখেননি। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, দীর্ঘ বর্ণনা ছাড়াও মাত্র কয়েকটি শব্দে একটি চমৎকার গল্প বলা সম্ভব। 'বনফুলের আরো গল্প' (১৯৩৮) নামক গল্প সংকলন করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে লিখেছিলেন-ক্ষ্মতোমার এবারকার গল্পগুলো পড়ে কী মনে হল বলি। যেন তুমি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, হাটে যাবার মেঠো রাস্তায় যেতে এদিক ওদিক আগাছা এবং ঘেষো গাছ-গাছড়া যা তোমার চোখে পড়েছে, তোমার নমুনা বইয়ের সেগুলোকে গেঁথে রেখেছ। এগুলো পথিকের চোখ এড়ায়-কেন না, এরা না দেয় পুজোর ফুল, না চড়ে চীনে ফুলদানিতে। এরা আদরনীয় নয়। পর্যবেক্ষণীয়। তুলে ধরে দেখিয়ে দিলে মনে হয় কিছু খবর পাওয়া গেল, কিছু কৌতুক লাগে মনে।ক্ষ্মরবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি বনফুলের রচনায় অতি তুচ্ছ সাধারন বিষয়ও কিভাবে অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছিল। তবে শুধু ছোট গল্প নয় উপন্যাস রচনাতেও বনফুল ছিলেন দক্ষ হস্ত তার উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন উপন্যাস গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-'জঙ্গম' ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে তিনটি খন্ডে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। অবিভক্ত বাংলাদেশ ও বিহারের বিশাল অঞ্চলের বিস্তীর্ণ কাহিনী উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে উঠে এসেছে। এটি বনফুলের একটি সুব্রত ও মহাকাব্যিক উপন্যাস। একজন চিকিৎসকের জীবনের ঘাত প্রতিঘাত ও নীতিবোধকে কেন্দ্র করে রচিত তার অপর একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের নাম 'অগ্নিশ্বর'। মানুষের দৈনন্দিন জীবন ,ব্যস্ততা, মানব সম্পর্কে টানা পোড়েন নিয়ে রচিত উপন্যাস 'হাটে বাজারে' ১৯৬১ উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল এবং ১৯৬২ সালে এই উপন্যাসের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। পাখিদের জনজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত তার বিখ্যাত উপন্যাস ডানা, তিনটি খন্ডে রচিত এই উপন্যাসটিকে তিনি এক অনন্য রূপদান করেছেন। এছাড়া তার আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো স্থাবর, তৃণখণ্ড, ভুবন সোম এবং রঙিন চশমা বিশেষভাবে সমাদৃত। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্য অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে ১৯৭৫ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত করে। প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে বনফুল বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।পেশায় চিকিৎসক হয়েও মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং সমাজের গভীরে আলো ফেলার যে অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল, তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভাব প্রকাশ ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি তার রচনা কে করেছে অনন্য অসাধারণ। শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয় মানের দিক থেকেও তার সৃষ্টির সম্ভার ছিলো বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধশালী।একাধারে উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও ছোটগল্পের মাধ্যমে তিনি সমাজকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, তা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যতদিন থাকবে, বনফুল তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা ও মানবতাবাদী দর্শনের জন্য পাঠকদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন।

কোট-আনকোট

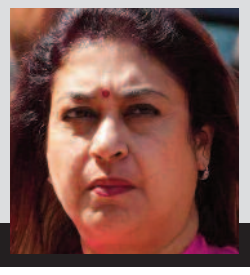

অভিষেক বড় দেরি করে ফেলল। এই কথা ৪ তারিখ ভাবলে ভালো হতো। ৫ তারিখ ইস্তফা দিয়ে দিলে তৃণমূলটা এভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হতো না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রীর এই অবস্থা হত না।

শতাব্দী রায়, বর্তমানে এনসিপিআই সাংসদ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

স্যালাইন-কাণ্ডের রিপোর্ট পাঠানো হল স্বাস্থ্য ভবনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন কাণ্ডের জবাব পাঠানো হল স্বাস্থ্য ভবনে। গত ৮ জুলাই মেদিনীপুর মেডিক্যালের ফিমেল ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া জনৈক রোগী মানসী দে'কে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছিল তাতে তদন্তে নেমে মেডিক্যাল কলেজের পাঁচজনকে শোকজ করেছিল স্বাস্থ্যভবন। মুখবন্ধ খামে সেই শোকজের জবাব পাঠানো হয়েছে বলে হাসপাতাল সুপার ইন্দ্রনীল সেন জানিয়েছেন।

অভিযোগ ওঠে, ৫ জুলাই অসুস্থ অবস্থায় মানসী দে-কে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানোর পর ৮ জুলাই তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হয়। ওইদিনই তার ছেলে বিশ্বজিৎ দে হাসপাতাল সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে জানান, তাঁর মাকে যে স্যালাইন দেওয়া হয়েছে, তার মেয়াদ ফুরিয়েছে মার্চ মাসে। মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন কাণ্ডে ফের চাঞ্চল্য ছড়ায়। কারণ, গত বছর জানুয়ারি মাসে একইভাবে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্যালাইন বিভ্রাটে এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়েছিল। সেই ঘটনার মতোই এবারেও রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করে হাসপাতালে পাঠায়। তদন্ত কমিটির সদস্যরা হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে হাসপাতালের ওই ওয়ার্ডের ওষুধ ও নথিপত্র সংরক্ষণ-সহ তদারকিতে বড় গাফিলতি সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দেন স্বাস্থ্য ভবনে। রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর স্বাস্থ্যভবন থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের অতিরিক্ত সুপার, সিস্টার ইনচার্জ, সহকারি সুপার ও স্টোর ইনচার্জ-সহ পাঁচজনকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়। কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, ওই শোকজ নোটিশে তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে শোকেজের জবাবে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

বাঁকুড়ায় হাতির হামলায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আশঙ্কাই সত্যি হল। ৩ দিন আগে ঝাড়গ্রাম পেরিয়ে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর রেঞ্জে ঢুকেছে ১৬টি হাতির একটি দল। ওই হাতির দল যে বড়জোড়ার জঙ্গলে ঢুকে আস্তানা গাড়বে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করবে সেটা চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবার। শুক্রবার রাতে সোনামুখী-বড়জোড়া সীমান্তে অপেক্ষা করছিল ঐরাবত বাহিনী। শনিবার সন্ধ্যা নামতেই ঢুকে পড়ে বড়জোড়ার জঙ্গলে। প্রাণ কেড়ে নিল এক যুবকের। শনিবার রাতে বড়জোড়ার দেজুড়ি গ্রামে স্বপন পন্ডিত (৩৫) নামে যুবককে শুঁড়ে পেঁচিয়ে পা দিয়ে থেঁতলে দেয় হাতির দল। রবিবার সকালে স্বপন পন্ডিতের মৃতদেহ উদ্ধার হলে এলাকাবাসী বাঁকুড়া দুর্গাপুর ৯ নং রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। স্বপন পন্ডিত ওই রাজ্য সড়কের পাশে দেজুড়ি মোড়ের একটি হোটেলে কাজ করতেন। স্ত্রী রীতা পন্ডিত ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি স্থানীয় দেউচা গ্রামে রয়েছেন। খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর স্ত্রী। বাসিন্দারা বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। ঘণ্টা খানেক অবরোধ চলার পর পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। বড়জোড়ার রেঞ্জ অফিসার সৈয়দ সফিউর রহমান বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই নিয়মানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। হাতিগুলির গতিবিধির উপর নজর রাখা হয়েছে।

গাজলে তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর অবশেষে গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে গাজল ব্লক যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সুরজিৎ সাহাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে পুরনো একটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ডাকাতির চেষ্টার মামলার রয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। শনিবারের এই ঘটনার পর রবিবার ধৃত ওই তৃণমূল নেতাকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। যদিও আদালতে যাওয়ার পথে নিজের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছেন ওই তৃণমূল নেতা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিন মাস আগে গাজোলে পুরনো একটি ডাকাতির চেষ্টার ঘটনায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুইজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সেই সময় থেকেই নানাভাবে তদন্ত করে পরবর্তীতে উঠে আসে সংশ্লিষ্ট ব্লক যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি নাম। যদিও শাসক দলের এলাকার দাপুটে নেতা থাকাকালীন এক সময় পুলিশকেও গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে বেগ পেতে হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে রাজ্যের ক্ষমতার পালা বদল হতেই সেই পুরনো মামলার নতুন করে তদন্ত শুরু করে গাজল থানার পুলিশ। এরপরই এদিন রাতে সুরজিৎ সাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও এই ঘটনায় এদিন দুপুরে মালদা আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত তৃণমূল নেতা সুরজিৎ সাহা জানিয়েছেন, তিনি চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। এই ধরনের কোনও ঘটনার সঙ্গে সে জড়িত নয়। এই ঘটনার পিছনে বিরোধীদের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। গাজলের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, এইরকম অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন। তৃণমূলে থেকে যারা দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাস চালিয়ে এসেছে, কেউ পার পাবে না। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও পুরনো ডাকাতির চেষ্টার মামলায় তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানির চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা বাংলায় ক্ষমতায় আসলে নারীদের সুরক্ষা দেবে। নির্বাচনে জেতার পর অগ্নিমিত্রা পল জানিয়েছিলেন, মেয়েরা যখন খুশি বাইরে বেরোবে, যা ইচ্ছা হবে তাই তারা পোশাক পরবে। কিন্তু তারা ভরসা ও সাহস দিলেও নারীরা যে কোনো ভাবেই বাংলায় সুরক্ষিত নয় তার আর এক প্রমাণ মিললো কাঁকসায়। কাঁকসা থানায় অর্পিতা মজুমদার নামের এক মহিলা সাংবাদিক অভিযোগে জানিয়েছেন, ১৪ জুলাই কাঁকসার গোপালপুর উত্তরপাড়ায় একটি কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ করে ডাকা হয় সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য। এরপরেই সে সহকর্মীদের সাথে সেখানে যান সংবাদ সংগ্রহ করতে। সেখানে সংবাদ সংগ্রহ করার সময় এক যুবক তাঁকে পিছন থেকে অসৎ মনোভাব নিয়ে স্পর্শ করে। তাঁকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। বিষয়টি বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে সেখান থেকে সে বেরিয়ে যায়। পরে সমাজমাধ্যমে সোমনাথ লোহার নামের ওই যুবক তাঁকে তার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য প্রস্তাব দেয়। এমনকি বলে, তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে। এইভাবে বারবার তাকে বিরক্ত করার পরে বাধ্য হয়ে তিনি প্রশাসনের দারস্থ হন। এই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল জানিয়েছেন, তারা নির্বাচনের আগেই তাদের সংকল্প পথে নারী সুরক্ষার কথা জানিয়েছিলেন। সেই মত যদি কেউ নারীদের অসম্মান করে থাকে, তবে সে শাস্তি পাবে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জীবন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯০৫১১০৮৭৪৫

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনের শর্তানুসারে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধকী নীচে বর্ণিত সিকিউরড অ্যাসেটস (সুরক্ষিত সম্পত্তি), যার বাস্তবিক দখল সিকিউরড ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, সেটি নীচে উল্লিখিত তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

অ্যাকাউন্ট: শ্রীমতী রিয়া ঘোষ এবং শ্রী এস.এস. রামাসুব্রমনিয়ান
লোন অ্যাকাউন্ট নং: ৩৭৫৮২০৪৩২৯৮ (এইচবিএল), ৩৭৫৮২১২৬৭৭৬ (সুরক্ষা), ৩৯৩২৩০৭১২৩৯ (ইন্সটা টপ-আপ)

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং.	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টারদের নাম	যে সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	শ্রীমতী রিয়া ঘোষ এবং শ্রী এস.এস. রামাসুব্রমনিয়ান ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ৭০৩, টাওয়ার সি-৬-এর ৭ম ফ্লোর, 'ইডেন সিটি' মহেশতলা, হোল্ডিং নং-বি-১৯০/এ/১, নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, ওয়ার্ড নং-৩১, কলকাতা-৭০০১৩৭, এছাড়াও: শিববাটি, ডা. এসপি ঘোষ রোড, বাগবাজার, চন্দননগর, হুগলী। পিন-৭১২১৩৬।	টাওয়ার সি-৬-এর ৭ম ফ্লোরে লিফট সুবিধা সহ টাইলস ফ্লোরিং-এর ফ্ল্যাট নং ৭০৩, সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ১২৩৬ বর্গফুট, ইডেন সিটি মহেশতলায়, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১ নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, পোঃ- সারেঙ্গাবাদ, থানা- মহেশতলা, মৌজা- সারেঙ্গাবাদ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০১৩৭, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ৩১-এর অধীনে, উক্ত টাওয়ারের নীচের জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ বা স্বার্থ এবং টাওয়ারের আশেপাশে সাধারণ এলাকা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলিতে আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ বা স্বার্থ এবং আবাসিক কমপ্লেক্সে সাধারণ এলাকা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলিতে আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ বা স্বার্থ সহ। সম্পত্তিটি (১) শ্রী এস.এস. রামাসুব্রমনিয়ান এবং (২) শ্রীমতী রিয়া ঘোষের নামে ২০১৮ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং আই-২৩৬৮-এর মাধ্যমে নিবন্ধিত এবং এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এ বুক নং- আই, ভলিউম নং- ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা নং- ৭৭৭৪৩ থেকে ৭৭৭৮৯, দলিল নং ১৬০৭০২৩৬৮, ২০১৮ সালের জন্য রেকর্ড করা হয়েছে। **ব্যাঙ্ক-এর বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	৩৪,৪৩,৪০৬.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশো ছয় টাকা মাত্র) ২৮.০২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী (অর্জিত অনাদায়ী সুদ এবং ধার্যকৃত চার্জ সহ) এবং ০১.০৩.২০২৩ তারিখ থেকে তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। **পরিদর্শনের তারিখ: ৩১.০৭.২০২৬** পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা	ক) ২৬,৮৭,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৮,৭০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯০৭৩৫৮৬২৯৪

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক - https://BAANKNET.com দেখুন ২০.০৭.২০২৬ তারিখে বা তার পরে।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলামের তারিখের আগেই পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে তার ইএমডির পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ -তে।

ইচ্ছুক বিডার বা দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২০.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে।

চিফ অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Bank of India BOI — Relationship beyond banking) — বর্ধমান আঞ্চলিক দপ্তর

৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর
জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, দূরভাষ নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ -কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানান।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদার/বন্ধক্দাতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নিম্নে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
[ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে]।

ক্র. নং	ক) ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক. প্রয়াত ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী : শ্রীমতী প্রভাবতী প্রসাদ (পঙ্কজ প্রসাদ, জগপ্রভা প্রসাদ, ঈশান প্রসাদ এবং অমিদা প্রসাদ)** **খ. শাখা: আসানসোল**	দাদকা রোড (দক্ষিণ), আসানসোল (উত্তর)-এ অবস্থিত জমি এবং আবাসিক ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **সেল ডিড নং- আই-৬৪৪০ তারিখ ০৩/০৯/২০০৩,** আর.এস. প্লট নং- ৪৫৯ এবং ৪৫৯/১১৩৫, এল.আর. প্লট নং- ১৫৮৭, সি.এস. খতিয়ান নং- ৭, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৯১, জে.এল. নং ২৭, ওয়ার্ড নং ২৭, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩০২, প্রয়াত জগন্নাথ প্রসাদের স্ত্রী শ্রীমতী প্রভাবতী প্রসাদের ১৭.৫৫ বর্গফুট এলাকা, দক্ষিণ দাদকা রোড, পোঃ- আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩০২। **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- প্রেমনাথ প্রসাদের বাড়ি; দক্ষিণে- গোপাল রাউতের বাড়ি; পূর্বে- দাদকা রোড; পশ্চিমে- অন্যদের ফাঁকা জমি।	ক) ১৭.০৭.২০২৬ খ) ০৩.০৯.২০২৫ গ) ১৩,১৬,৩৭৪.৪৯/- টাকা **(তেরো লক্ষ ষোলো হাজার তিনশো চুয়াত্তর টাকা ঊনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ২১.১২.২০১৮ অনুযায়ী** এবং তার উপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ।
২.	**ক. ঋণগ্রহীতা: মোহাম্মদ ইকবাল** **খ. শাখা: আসানসোল**	মৌজা আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, প্লট নং ৪৩৯৩ খতিয়ান নং- ৭৫০৮ আর.এস. প্লট নং- ১৩১১৫-এ অবস্থিত ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট পরিমাপের জমি এবং আবাসিক ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩৯১ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা এবং প্রথম ফ্লোরে ৩৯১ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা পরিমাপের একটি দোতলা পাকা ভবন, এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার সহ, এনআরআর রোডে অবস্থিত। **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- ফাঁকা জমি; পূর্বে- মো. শফিউল্লার ফাঁকা জমি; দক্ষিণে- নাইমুমের বাড়ি; পশ্চিমে- চওড়া গলি তারপর সাহাবুদ্দিনের বাড়ি।	ক) ১৭.০৭.২০২৬ খ) ১৪.০৫.২০২৬ গ) ১৩,৬৬,০২৩.৫৩/- টাকা **(তেরো লক্ষ ছেষট্টি হাজার তেইশ টাকা তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) + ০৭.০৩.২০২৬ তারিখ থেকে সুদ ও চার্জ** এবং তার উপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ।

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬
স্থান: আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা , ৭০০০১৭
ফোন নং (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩
ওয়েবসাইট www.idbibank.in, CIN: L65190MH2004GOI148838

সংযোজনী- ৪ [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, জোনাল অফিস বিল্ডিং (২য় ফ্লোর), শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানান। ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্ন স্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নিম্নে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, জোনাল অফিস বিল্ডিং (২য় ফ্লোর), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** -এর চার্জ সাপেক্ষ হবে। জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ মুক্ত করার প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ ৪) দখলের ধরন	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	**১) মেসার্স পাল এন্টারপ্রাইজ,** স্বত্বাধিকারী: **শ্রীমতী বিনা পাল** (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রী বাসুদেব পাল** (গ্যারান্টার) ২) ১১৩৭৬৫১১০০০০০৯০৩ এবং ১১৩৭৬৭৩১০০০০০০৪৬	১) ০৮.০৫.২০২৬ ২) **১৭.০৭.২০২৬** ৩) **৩,৩০,৫৩,৬১২.৬৮ টাকা** (তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শো বারো টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) যা ০১.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (০১.০৪.২০২৬ পর্যন্ত গণনা করা সুদ সহ) ৪) **প্রতীকী**	**সম্পত্তি ১ :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৯.৭৮৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং এর উপর নির্মিত কাঠামো, যা আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৪৬০-এর অংশ, এল.আর. খতিয়ান নং - ৫৯৬, জে.এল. নং ১২, আর.এস. নং ১৩৪, তৌজি নং - ১৪, মৌজা সেনডাঙ্গা, থানা- অশোক নগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ভুরকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে অবস্থিত। **সীমানা নিম্নরূপ: উত্তর দিকে:** লিটন মণ্ডলের বাড়ি; **দক্ষিণ দিকে:** জীবন পালের বাড়ি; **পূর্ব দিকে:** কার্তিক পালের জমি; **পশ্চিম দিকে :** ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা। **সম্পত্তি-২ :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২৭.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি, যা দাগ নং ১৯৩-এর অংশ, খতিয়ান নং ৪২৮, জে.এল. নং - ১২, আর.এস. নং - ১৩৪, তৌজি নং - ২১৭৯, মৌজা- সেনডাঙ্গা, থানা- অশোক নগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ভুরকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে অবস্থিত। **সীমানা নিম্নরূপ: উত্তর দিকে:** জগন্নাথ বিশ্বাস ও দুলাল পালের কৃষি জমি; **দক্ষিণ দিকে:** ১৯২ দাগের কৃষি জমি; **পূর্ব দিকে:** কনক পাল ও শ্যামল পালের কৃষি জমি; **পশ্চিম দিকে :** অশোক বিশ্বাসের কৃষি জমি। **সম্পত্তি - ৩ :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১৪.৫৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমি, যা আর.এস./এল.আর. দাগ নং ১৮৬ এবং ১৮৭-এর অংশ, খতিয়ান নং - ৫০ এবং ৩৪২, জে.এল. নং - ১২, আর.এস. নং - ১৩৪, তৌজি নং - ১৪, মৌজা - সেনডাঙ্গা, থানা- অশোক নগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ভুরকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে অবস্থিত। **সীমানা নিম্নরূপ: উত্তর দিকে:** ৭ ফুট চওড়া কাঁচা সাধারণ পথ; **দক্ষিণ দিকে:** বিনা পালের জমি; **পূর্ব দিকে:** আনন্দ আইচের জমি; পশ্চিম দিকে : **প্রতিমা বিশ্বাসের জমি**।
২.	**১) চিরঞ্জীব দত্ত** (ঋণগ্রহীতা) এবং **রাজীব দত্ত** (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ১১৪৮৬৭৫১০০০০৪৪৭৩, ০০৬১৬৭৫১০০০০৮৬৭৯, ০০৬১৬৭৫১০০০০৮৬৯৩, ০০৬১৬৭৫১০০০০৮৭০৯, ১১৪৮৬৭৫১০০০০৪৫০৩ এবং ০০৬১৬৭৫১০০০০৮৬৮৬	১) **৩১.১০.২০২৫** ২) **১৭.০৭.২০২৬** ৩) **৮৭,১৪,৬৬২/- টাকা** (সাতাশি লক্ষ চোদ্দ হাজার ছয়শো বাষট্টি টাকা মাত্র) যা ১০.০৭.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (০৯.০৭.২০২৫ পর্যন্ত গণনা করা সুদ সহ) ৪) **বাস্তবিক**	**সম্পত্তি-১ :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার নং 'ফ্ল্যাট-এ', তৃতীয় ফ্লোরের সামনের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণমুখী, পরিমাপ প্রায় ৮২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, আনুপাতিক কার্পেট এরিয়া ৬১৯ বর্গফুট, যার মধ্যে ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং স্পেস, একটি খোলা রান্নাঘর, একটি বারান্দা, দুটি টয়লেট রয়েছে, মেঝের ধরন টাইলস, ''নেতাই আবাসন'' নামক চারতলা ইটের তৈরি ভবনে অবস্থিত, যা ২ কাঠা ৮ ছটাক বাস্তু জমির উপর নির্মিত, মৌজা কৃষ্ণপুরে অবস্থিত, জে.এল. নং - ১৬, আর.এস. নং ৭৫, তৌজি নং ১৭২, আর.এস. দাগ নং - ৪০৭-এর অন্তর্ভুক্ত এবং অনুরূপ এল.আর. দাগ নং - ১০৫৪, আর.এস. খতিয়ান নং - ৩২৫ এবং ৩২৭ এবং পূর্ববর্তী অনুরূপ এল.আর. খতিয়ান নং - ৪৮৮ এবং ৪৮৯ যা বর্তমানে পরিবর্তিত এবং হস্তান্তরিত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং ১১৫৩ (সঞ্জীব পালের নামে) এবং ১১৫৬ (অনিমা পালের নামে) হয়েছে, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ৩৫-এর সীমার মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং - ২২ (পুরানো) ৭২ (নতুন) অম্বিকা মুখার্জি রোড, থানা- ঘোলা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১৩, এ.ডি.এস.আর. সোদপুরের এখতিয়ারাধীন। **জমিটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** আর.এস. দাগ নং ৪০৭-এ অন্যদের সম্পত্তি; **পূর্বে:** আর.এস. দাগ নং ৪০৮-এ অন্যদের সম্পত্তি; **দক্ষিণে:** ৩০ ফুট চওড়া অম্বিকা মুখার্জি রোড; **পশ্চিমে:** আর.এস. দাগ নং ৪০৭ -এ অন্যদের সম্পত্তি। **ফ্ল্যাটটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** সিঁড়ির লবি এবং ফ্ল্যাট নং বি; পূর্বে খোলা আকাশ; দক্ষিণে খোলা আকাশ; **পশ্চিমে :** খোলা আকাশ। **সম্পত্তি-২ :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার ''ফ্ল্যাট-বি'', প্রথম ফ্লোরের পিছনের দিকে অর্থাৎ উত্তরমুখী, পরিমাপ প্রায় ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, আনুপাতিক কার্পেট এরিয়া ৬০০ বর্গফুট, যার মধ্যে ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং স্পেস, একটি খোলা রান্নাঘর, একটি বারান্দা, দুটি টয়লেট রয়েছে, মেঝের ধরন টাইলস, ''নেতাই আবাসন'' নামক চারতলা ইটের তৈরি ভবনে অবস্থিত, যা ২ কাঠা ৮ ছটাক বাস্তু জমির উপর নির্মিত, মৌজা - কৃষ্ণপুরে অবস্থিত, জে.এল. নং ১৬, আর.এস. নং ৭৫, তৌজি নং - ১৭২, আর.এস. দাগ নং - ৪০৭-এর অন্তর্ভুক্ত এবং অনুরূপ এল.আর. দাগ নং - ১০৫৪, আর.এস. খতিয়ান নং - ৩২৫ এবং ৩২৭ এবং পূর্ববর্তী অনুরূপ এল.আর. খতিয়ান নং ৪৮৮ এবং ৪৮৯ যা বর্তমানে পরিবর্তিত এবং হস্তান্তরিত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং ১১৫৩ (সঞ্জীব পালের নামে) এবং ১১৫৬ (অনিমা পালের নামে) হয়েছে, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ৩৫-এর সীমার মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং - ২২ (পুরানো) ৭২ (নতুন) অম্বিকা মুখার্জি রোড, থানা- ঘোলা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১৩, এ.ডি.এস.আর. সোদপুরের এখতিয়ারাধীন। **জমিটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** আর.এস. দাগ নং ৪০৭-এ অন্যদের সম্পত্তি; **পূর্বে:** আর.এস. দাগ নং ৪০৮-এ অন্যদের সম্পত্তি; **দক্ষিণে:** ৩০ ফুট চওড়া অম্বিকা মুখার্জি রোড; পশ্চিমে আর.এস. দাগ নং ৪০৭-এ অন্যদের সম্পত্তি। **ফ্ল্যাটটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** খোলা আকাশ; **পূর্বে:** খোলা আকাশ; **দক্ষিণে:** সিঁড়ির লবি এবং ফ্ল্যাট নং-এ; **পশ্চিমে:** খোলা আকাশ। **সম্পত্তি-৩ :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার নং ''ফ্ল্যাট-বি'', তৃতীয় ফ্লোরের পিছনের দিকে অর্থাৎ উত্তরমুখী, পরিমাপ প্রায় ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, আনুপাতিক কার্পেট এরিয়া ৬০০ বর্গফুট, যার মধ্যে ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং স্পেস, একটি খোলা রান্নাঘর, একটি বারান্দা, দুটি টয়লেট রয়েছে, মেঝের ধরন টাইলস, ''নেতাই আবাসন'' নামক চারতলা ইটের তৈরি ভবনে অবস্থিত, যা ২ কাঠা ৮ ছটাক বাস্তু জমির উপর নির্মিত, মৌজা - কৃষ্ণপুরে অবস্থিত, জে.এল. নং ১৬, আর.এস. নং ৭৫, তৌজি নং ১৭২, আর.এস. দাগ নং - ৪০৭ -এর অন্তর্ভুক্ত এবং অনুরূপ এল.আর. দাগ নং - ১০৫৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৫ এবং ৩২৭ এবং পূর্ববর্তী অনুরূপ এল.আর. খতিয়ান নং - ৪৮৮ এবং ৪৮৯ যা বর্তমানে পরিবর্তিত এবং হস্তান্তরিত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং ১১৫৩ (সঞ্জীব পালের নামে) এবং ১১৫৬ (অনিমা পালের নামে) হয়েছে, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ৩৫-এর সীমার মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং - ২২ (পুরানো) ৭২ (নতুন) অম্বিকা মুখার্জি রোড, থানা- ঘোলা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১৩ এ.ডি.এস.আর. সোদপুরের এখতিয়ারাধীন। **জমিটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** আর.এস. দাগ নং ৪০৭-এ অন্যদের সম্পত্তি; **পূর্বে:** আর.এস. দাগ নং ৪০৮ -এ অন্যদের সম্পত্তি; **দক্ষিণে:** ৩০ ফুট চওড়া অম্বিকা মুখার্জি রোড; **পশ্চিমে:** আর.এস. দাগ নং - ৪০৭-এ অন্যদের সম্পত্তি। **ফ্ল্যাটটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** খোলা আকাশ; **পূর্বে:** খোলা আকাশ; **দক্ষিণে:** সিঁড়ির লবি এবং ফ্ল্যাট নং - এ; **পশ্চিমে:** খোলা আকাশ।

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬, স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Bank of India BOI — Relationship beyond banking) — বর্ধমান আঞ্চলিক দপ্তর

৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর
জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, দূরভাষ নং ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল ৮(৬) -এর বিধান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল **৮(৬) -এর বিধান** সহ পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিকদের দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাপ্য নীচে উল্লিখিত পরিমাণগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য **২৫.০৮.২০২৬** তারিখে ''যেমন আছে সেখানে'' বিক্রি করা হবে, ''যেমন আছে'', এবং ''যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। রিজার্ভ মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. মজুত মূল্য ২. অগ্রিম মূল্য জমা (ইএমডি) ৩. বিড বর্ধিত অঙ্ক
১.	**নবাবহাট শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম: **সনৎ কুমার মল্লিক** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- শ্রী সনৎ কুমার মল্লিক** মিলিক পাড়া গ্রাম, বেলকাশ, বর্ধমান-এর বাসিন্দা	বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- বাহারপুর, জে.এল. নং- ২২, এল.আর. প্লট নং- ২০৫০, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৮২, পোঃ- বেলকাশ, থানা- বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০২-এ অবস্থিত সম্পত্তি। **উক্ত সম্পত্তিটি সনৎ কুমার মল্লিকের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** পূর্ব - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম - ভোলানাথ মল্লিকের খালি জমি, উত্তর - শ্রীমন্ত মল্লিকের ভবনের জমি, দক্ষিণ - ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ ও নারায়ণ মল্লিকের খালি জমি।	**ক. ২১.২১ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** খ. ১৬.০৪.২০২৪ গ. ০৪.০৭.২০২৪	১. ৭,৮০,০০০.০০ টাকা ২. ৭৮,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২.	**চিত্তরঞ্জন শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী বিশ্বনাথ কর্মকার এবং শ্রীমতী সোমা কর্মকার** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:- শ্রী বিশ্বনাথ কর্মকার,** পিতা- কালিপদ কর্মকার, চিত্তরঞ্জন, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান -এর বাসিন্দা।	**২০১০ সালের টাইটেল ডিড নং আই-১১৭৬২** অনুযায়ী আসানসোল এবং জেলা পশ্চিম বর্ধমান সাব-ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রেশনের আওতাধীন এল.আর. প্লট নং ২৮৫ এবং ৩৩৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৬৮ এবং ৫৬৯, মৌজা- ঘিয়াডোবা, কল্যাণগ্রাম, পোঃ- আছড়া, থানা- সালানপুর ৭১৩৩৩৫ -এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ ৬.৬৫০ শতক বা ৪ কাঠা এবং সাথে ৯৩৭ বর্গফুট গ্রাউন্ড ফ্লোর এলাকা বিশিষ্ট একতলা ভবন। **সীমানা:** উত্তরে: সুবীর মণ্ডলের বাড়ি দ্বারা; দক্ষিণে: ১৫ ফুট রাস্তা দ্বারা; পূর্বে: সুজাতা চ্যাটার্জির বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমে: ৮ ফুট রাস্তা তারপর কল্যাণ দত্তের বাড়ি দ্বারা।	**ক. ৯.৬৮ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** খ. ২৩.০৬.২০২১ গ. ১৪.০১.২০২২	১. ১৫,৬১,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৬,১০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	**বাঁকুড়া শাখা** অ্যাকাউন্ট: **নাম সুমিত মণ্ডল** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- সুমিত মণ্ডল,** পিতা- দিলীপ মণ্ডল মৌজা- উপরবান্দা, নড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বাঁকুড়া, পোঃ- সিরসারা, জেলা- বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১৫৫-এর বাসিন্দা।	৩.০০ ডেসিমেলের বেশি এলাকার জমি, জে.এল. নং ২৯১, মৌজা- উপরবান্দা, নড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১৫৫-এ অবস্থিত প্লট/সার্ভে নং ৫৯৪-এর বন্ধক রাখা সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **সম্পত্তিটি শ্রী সুমিত মণ্ডলের নামে রয়েছে। সম্পত্তির চৌহদ্দি:** পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে- সাধন মিশ্রের খালি জমি দ্বারা, উত্তরে- অরুণ মণ্ডলের খালি জমি দ্বারা, দক্ষিণে- অরুণ মণ্ডলের বাড়ি দ্বারা।	**ক. ২৩.৯১ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** খ. ১৯.১২.২০২৩ গ. ২০.০৮.২০২৪	১. ১৪,৮৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৮,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	**নিয়ামতপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট: নাম লচমন প্রসাদ এবং **ভরত প্রসাদ** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- শ্রী লছমন প্রসাদ এবং শ্রী ভরত প্রসাদ,** পিতা- শ্রী রঘুনাথ প্রসাদ থানা- কুলটি, জেলা পশ্চিম বর্ধমান	মৌজা ভানড়া, থানা- কুলটি, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, সেল ডিড নং ২২৫৭ তারিখ ০৮.০৮.২০১৪, আর.এস এবং এল.আর প্লট নং- ১২৬৮, এল.আর খতিয়ান নং ২৮২৯ এবং ২৮৩১, জে.এল নং ৪৬, মৌজা ভানড়া, সীতারামপুর স্টেশন রোড বাইপাস লেন, মাস্টার পাড়া, লালা মন্দিরের কাছে, সীতারামপুর, থানা- কুলটি, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান-এ অবস্থিত সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **সম্পত্তিটি শ্রী লছমন প্রসাদ এবং শ্রী ভরত প্রসাদের নামে রয়েছে। সম্পত্তির চৌহদ্দি:** পূর্বে- গোলোক মণ্ডলের জমি, পশ্চিমে- দুর্গা প্রসাদ রুংটার জমি, উত্তরে- সতীশ চন্দ্র মণ্ডলের জমি, দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া পথ।	**ক. ১৭.১৫ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** খ. ৩০.০১.২০২৪ গ. ২০.০৪.২০২৪	১. ১৫,১৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৫.	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম: **দেবাশীষ নায়েক** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:- শ্রী দেবাশীষ নায়েক এবং শ্রীমতী নমিতা বাউরি** কেলেজোড়া আসানসোল।	কেলেজোড়া, থানা- বড়াবনি, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৩৪-এ অবস্থিত সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, আর.এস এবং এল.আর প্লট নং- ৩২০৫, এল.আর খতিয়ান নং- ১১১৩, মৌজা- কেলেজোড়া, জে.এল. নং- ৪৬, থানা- বড়াবনি, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তিটি শ্রী দেবাশীষ নায়কের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- পরিমল মণ্ডলের সম্পত্তি, উত্তরে- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণে- অন্যদের সম্পত্তি।	**ক. ২৩.৭৩ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** খ. ১৪.০২.২০২৫ গ. ০৫.০৬.২০২৫	১. ১৮,০৭,০০০.০০ টাকা ২. ১,৮০,৭০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৬.	**পুরুলিয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম: **অরুণাভ মিত্র** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:- অরুণাভ মিত্র,** পিতা- প্রয়াত মিহির কুমার মিত্র, মুন্সেফ ডাঙ্গা, পুরুলিয়ার বাসিন্দা।	পুরুলিয়া সাব-ডিস্ট্রিক্ট এবং পুরুলিয়া জেলার রেজিস্ট্রেশনের আওতায় কাশীনাথ চক্রবর্তী স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং- ০২, হোল্ডিং নং- ২৬৪/১ এবং ২৬৪/১এ, মৌজা- পুরুলিয়া, জে.এল. নং- ২৯২/২, পিন- ৭২৩১০১-এ অবস্থিত ''ক্রিং নিবাস''-এর ৪র্থ ফ্লোরে ৬৬১ বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ৪সি সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে: ফ্ল্যাট নং ৪বি। দক্ষিণে: সাধারণ লবি। পূর্বে: ফ্ল্যাট নং ৪বি এবং সাধারণ সিঁড়ি। পশ্চিমে: কাশীনাথ চক্রবর্তী লেন।	**ক. ৬.২৭ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** খ. ২০.০২.২০২৬ গ. ১৫.০৫.২০২৬	১. ১৩,৪৮,০০০.০০ টাকা ২. ১,৩৪,৮০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৭.	**পুরুলিয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম: **শ্রী রাজা কুমার পাসোয়ান এবং শ্রীমতী গৌরী দেবী পাসোয়ান** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:- শ্রী রাজা কুমার পাসোয়ান** এবং **শ্রীমতী গৌরী দেবী** পাসোয়ান, রাধানগর, আসানসোলের **বাসিন্দা।**	**শ্রীমতী গৌরী দেবী পাসোয়ানের নামে থাকা সম্পত্তিটি** রাধানগর রোড বাই লেন, ওয়ার্ড নং ৫৬, নতুন শিব মন্দির, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, মৌজা - নরসমুদা, জে.এল. নং ৯, এল.আর. প্লট নং- ১৩১২, পূর্ববর্তী এল.আর. খতিয়ান নং- ৬৮৭, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং- ২৯১১, থানা- আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সীমানা:** পূর্বে - অর্জুন পাসোয়ানের বাড়ি; পশ্চিমে - ৬ ফুট চওড়া পথ; উত্তরে - রামু পাসোয়ানের বাড়ি; দক্ষিণে - সুনীল পাসোয়ানের বাড়ি।	**ক. ২১.৮৬ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** খ. ১৬.০৮.২০২৪ গ. ০৭.১২.২০২৪	১. ২১,৪৭,০০০.০০ টাকা ২. ২,১৪,৭০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী:

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল ''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় **২৫.০৮.২০২৬ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৪.০৮.২০২৬ তারিখ (বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত)** পর্যন্ত দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল **https://BAANKNET.com** -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন এবং ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ব্যক্তি ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭)-এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ **''যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'', ''যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে''** এবং **''কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে''** বিক্রি হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা তাঁদের ডাক দাখিলের পূর্বে নিলানের প্রদত্ত সম্পত্তির ঝঞ্ঝাট ও স্বত্ব এবং সম্পত্তিতে প্রভাব ফেলে এমন দাবি/স্বত্ব/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব খোঁজখবর নেবেন। অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত উত্তমর্ণরা যে-কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/স্বত্ব/বকেয়ার জন্য কোনওভাবেই দায়ী হবেন না।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রাঃ লিঃ** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৫.০৮.২০২৬** তারিখ বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে;বিক্রয় অসম্পূর্ণ/বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
(৯) ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ব্যাঙ্কের কার্যকালে **১৫ দিনের** মধ্যে আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।
(১০) গোটা বিক্রয় পর্ব মিটে যাওয়ার পর অনুমোদিত অফিসার ডাকদাতা বা তাঁর নমিনি বা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যুগ্মভাবে ডাকদাতার নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং বিক্রি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করবেন এবং আর কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের প্রতি অগ্রিম ২০০২ সালের দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮(৬) অধীন ত্রিশ (৩০) দিনের নোটিসও।

তারিখ: ২০.০৭.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হাবড়ায় গ্রেপ্তার মহিলা অস্ত্র কারবারি

উদ্ধার বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: মহিলা অস্ত্র কারবারি গ্রেপ্তার, ব্যাগের ভেতর থেকে উদ্ধার ছ'টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, চারটি সেভেন এমএম পিস্তল ও দু'টি নাইন এমএম পিস্তল মেগজিন-সহ প্রায় ২০০ কার্তুজ। পুলিশ এবং সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, আটক মহিলার নাম পূজা বিশ্বাস বাড়ি হাবড়া পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সকালে অশোকনগর আট নম্বর মোড় এলাকায় নৈহাটি অশোকনগর রোডের একটি ম্যাজিক গাড়িতে দাঁড় করায় সিআইডি এবং অশোকনগর থানা। এক মহিলাকে একটি ব্যাগ-সহ আটক করে ব্যাগ খুলতেই চক্ষু চরকগাছ সিআইডি আধিকারিকদের। ব্যাগের ভেতর থেকে

উদ্ধার ছ'টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। তারমধ্যে চারটি সেভেন এমএম পিস্তল ও দুটি নাইন এমএম পিস্তল মেগজিন-সহ প্রায় ২০০ কার্টুজ উদ্ধার। পুলিশ এবং সিআইডি সূত্রে এও জানা গেছে, ধৃত পূজা বিশ্বাস বিহার থেকে অস্ত্র এনে হাবড়ায় যাচ্ছিল বিক্রির উদ্দেশ্যে। এই ঘটনার পেছনে কে বা কারা রয়েছে তদন্ত করছে পুলিশ। অস্ত্র ছাড়াও মহিলার কাছ থেকে উদ্ধার নগদ ১২ হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এই ঘটনায় বিহার জেলায় মুঙ্গের যোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এত অস্ত্র কেন আনা হয়েছে এবং কার কাছেই বা বিক্রি করার কথা ছিল, সবদিক তদন্ত করে দেখছে পুলিশ এবং সিআইডি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার হয়েছিল অভিযুক্ত পূজা বিশ্বাস নামে এই মহিলা। তবে এবার এত আগ্নেয়াস্ত্র কেন আনছিল সে বা কি উদ্দেশ্যে আনছিল তা ভাবিয়ে তুলেছে তদন্তকারী আধিকারিকদের। ধৃত অস্ত্র কারবারিকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে ১২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বিশ্বকাপ খেলা দেখার অছিলায় পাশের বাড়ির এক এগারো বছরের নাবালিকার শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে এক প্রৌঢ়কে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম তপন মাঝি। জানা গিয়েছে, হাওড়ার বাগনান থানার চাকুরের বাসিন্দা তপন পাশের বাড়িতে বিশ্বকাপ দেখার অছিলায় যায় এবং বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ওই নাবালিকার শ্লীলতাহানি করে। পরে বাড়ির লোকজন চলে এলে তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওই নাবালিকা বিষয়টি তার মাকে জানালে, প্রতিবেশীদের নিয়ে বাগনান থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার মা। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তপনকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। পকসো আইনে মামলা শুরু করেছে পুলিশ।

বোমা-গুলির সংস্কৃতিমুক্ত বাংলা গড়ার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: 'বোমা-গুলির সংস্কৃতি থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বের করে আনতে হবে। তৃণমূল জামানায় রাজ্যে অবৈধ অস্ত্র কারখানা ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। নতুন বিজেপি সরকার এসে সেগুলি ভাঙার চেষ্টা করছে।' রবিবার বারাসাতের ফেন্ডস এসোসিয়েশন ক্লাবের রক্তদান শিবিরে এসে এমনটাই জানান কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। উল্লেখ্য, অশোকনগরে এক গৃহবধূর কাছ থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই এমন মন্তব্য করেন তিনি। সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, 'রাজ্যে পালা বদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন দিশা পাচ্ছে। অপরাধ কমাতে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসন চেষ্টা করছে। অশোকনগরের বিপুল পরিমান আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধারের জন্য সিআইডি আধিকারিক ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।' পাশাপাশি এদিন রক্তদানের উপকারিতা ব্যাখ্যা করে ক্লাব সংগঠনগুলির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। তিনি বলেন, 'ক্লাব সংগঠন বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সময় ভেঙে পড়েছিল। বাংলার মানুষের আর্শীবাদে রাজ্যে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন হয়েছে। এই সরকার পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী উভয়েই সেই উদ্যোগ নিয়েছেন। এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে একটি সেতু গড়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আমূল-পরিবর্তন করতে চাইছেন।' এদিন রক্তদান শিবিরে সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা তাপস মিত্র, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা।

ঘাটাল মহকুমা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ঘাটাল মহকুমার তিন বিধায়ক চন্দ্রকোনা, ঘাটাল ও দাসপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও স্মারক তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

খানাকুলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পাকা সেতু নির্মাণে জোর বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নদীবেষ্টিত খানাকুল বিধানসভা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগের অন্যতম ভরসা ছিল বাঁশ ও কাঠের অস্থায়ী সেতু। বর্ষা এলেই সেই সেতু ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় দিন কাটাতেন গ্রামবাসীরা। নিত্যদিনের যাতায়াত থেকে শুরু করে কৃষিপণ্য পরিবহন, সব ক্ষেত্রেই চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হতো এলাকার মানুষকে। সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে এবার ধাপে ধাপে বাঁশ ও কাঠের সেতুর পরিবর্তে পাকা কংক্রিটের সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি পরিচালিত খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতি। সম্প্রতি পলাশপাই ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হেবোহানা এলাকায় প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাকা সেতুর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এই সেতু চালু হওয়ায় কৃষিজমিতে যাতায়াত, কৃষিপণ্য বাজারে পৌঁছে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যোগাযোগ অনেকটাই সহজ হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য

সরকারের আমলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বহু কাঠের সেতু নিম্নমানের হওয়ায় অল্প জলের তোড়েই ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং বাঁশের সেতুগুলিও প্রায় প্রতি বছর ভেঙে পড়ত। ফলে বর্ষাকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত একাধিক গ্রাম। নৌকাই যাতায়াতের একমাত্র ভরসা ছিল। খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতির দাবি, প্রথম থেকেই এলাকার অস্থায়ী সেতুগুলিকে পাকা করার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও বিভিন্ন প্রশাসনিক বাধার কারণে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল। বর্তমানে নতুন উদ্যোগে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে।এ প্রসঙ্গে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'হুগলি জেলার একমাত্র বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি হল খানাকুল ২। গত তিন বছর নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ চালিয়ে গিয়েছি। এখন জনগণের স্বার্থে দ্রুত পাকা ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। হেবোহানার এই ব্রিজটি প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে ধাপে ধাপে আরও কংক্রিটের রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ করা হবে।'

কেনরা বৈংক Canara Bank — Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ই-মেইল: cb2364@canarabank.com

ই-নিলাম তারিখ ০৪.০৮.২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নোক্ত নিয়ম ও শর্তাবলীতে উল্লিখিত সিকিওরড অ্যাসেট বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) সিকিওরড ক্রেডিটরের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) ধারায় ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারায় দখল নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, শাখা এবং রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ ডেয়ারি (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম-মিরডাঙ্গা বন্দনগর, থানা-বলাগড়, জিপিপিএআরএস, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৫১২। **শ্রী হরিহর সিংহ (মালিক),** পিতা- শ্রী নিমাই সিংহ, গ্রাম-মেদগাছি, পোঃ-পূর্ব সাতগাছিয়া, থানা-কালনা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৪০৫। **জামিনদারগণ: ১. শ্রীমতী সীমা সিংহ,** স্বামী- শ্রী হরিহর সিংহ **২. শ্রী মাধব সিংহ,** পিতা- শ্রী নিমাই সিংহ **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম-মেদগাছি, পোঃ-পূর্ব সাতগাছিয়া, থানা-কালনা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৪০৫।	**ক) ৩,০৩,৫৪,৪৬৫.৪৮ টাকা** (তিন কোটি তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশত পঁয়ষট্টি টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। **খ) ১২.১১.২০২৪** **গ) ১৪.০২.২০২৫**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন ডেয়ারি ইউনিট পরিমাপ ০.৮৩ একর, জেএল নং ৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৫১, এলআর খতিয়ান নং ১২৪৬, হাল খতিয়ান নং ৩৭৭৭, আরএস দাগন ং ৩৩৮, এবং এলআর দাগ নং ৬০১, মৌজা-মীরডাঙ্গা, থানা : বলাগড়, **জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৫১২, সম্পত্তি হরিহর সিংহ এর নামে, স্বত্বাধিকারী মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ ডেয়ারি।** উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত কাঁচা রোড। পশ্চিমে : শ্রী নিরঞ্জন দে এর ভবন। দক্ষিণে : শ্রী নোয়ারাম ভুমিজ এর জমি। উত্তরে : শ্রী বিষ্ণু ভুমিজ এর জমি। **(সম্পত্তি বাস্তবিক দখলীকৃত)**	**ক) ১,১২,৭৫,০০০.০০ টাকা** (এক কোটি বারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১১,২৭,৫০০.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ১১,২৭,৫০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) মেসার্স এম. এস. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর শ্রীমতী মৌসুমী শর্মা,** পাঁচঘড়া, সুভাষগ্রাম, জে. এন. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৪৭। **শ্রীমতী মৌসুমী শর্মা (স্বত্বাধিকারী)** ১০ই, মহেন্দ্র রায় লেন, গোবিন্দ খাটিক লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৪৬ **মেসার্স শর্মা অ্যান্ড কোং (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর শ্রীমতী মৌসুমী শর্মা,** পাঁচঘড়া, সুভাষগ্রাম, জে. এন. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৪৭।	**ক) ২,৬৭,৫৩,৫৮৫.০২ টাকা** (দুই কোটি সাতষট্টি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশত পঁচাশি টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। **খ) ০৭.০৪.২০২৫** **গ) ১৮.০৬.২০২৫**	**(*) সম্পত্তি ১ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক স্পেস ২য়তলে নং ১এ, পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ১১৫০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা-পাঁচঘড়া, জেএল নং ৮, তৌজি নং ২৫০, আরএস প্লট নং ২৪, আরএস খতিয়ান নং ২০৪, এলআর প্লট নং ৫১১ বেং ৫১২, এলআর খতিয়ান নং ৪২৭৯, , থানা : বারুইপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ৬৬৪২ -২০২২ সালের রেজিস্ট্রিকৃত, এআই-৩ কলকাতা এবং ১৬-২০২৩ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩, কলকাতা অধীনে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : আরএস দাগ নং ৫১৯ (সম্পতি আসলাম মন্ডলের নামে)। দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৫১১ (মৌলানা শাজাহান মন্ডলের নামে), পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক এবং হাফেজ আইনাল মন্ডলের সম্পত্তি। পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৫১৭ (হাসিম মন্ডলের সম্পত্তি)। **(*) সম্পত্তি ২ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক স্পেস , ২য়তলে, নং ১বি,পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ১৬৩০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা পাঁচঘড়া,জেএল নং ৮,তৌজি নং ২৫০,আরএস প্লট নং ২৪, আরএস খতিয়ান নং ২০৪, এলআর প্লট নং ৫১১ এবং ৫১২,এলআর খতিয়ান নং ৪২৭৯, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগা, বিক্রয় দলিল নং ৬৬০৭ -২০২২ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ -৩, কলকাতা সমীপে এবং ৪৩ -২০২৩ সালে রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩ , কলকাতা সমীপে। চৌহদ্দি : উত্তরে :আরএস দাগ নং ৫১৯ (সম্পত্তি আসলাম মন্ডলের নামে), দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৫১১ (সম্পত্তি মৌলানা শাহজাহান মন্ডলের নামে)। পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া রোড এবং হাফেজ আইনাল মন্ডলের সম্পত্তি। পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৫১৭ (সম্পত্তি হাসিম মন্ডলের নামে)। **(*) সংশ্লিষ্ট দুই সম্পত্তির মধ্যে কোনও বিভাজক চিহ্ন নেই, ফলে উভয় সম্পত্তি ই-নিলামে এক সম্পত্তি হিসেবে এবং যৌথভাবে বিক্রি করা হবে।** **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**	**ক) ১,১৭,২০,০০০.০০ টাকা** (এক কোটি সতের লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১১,৭২,০০০.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ১১,৭২,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) মেসার্স শর্মা অ্যান্ড কোং (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর শ্রীমতী মৌসুমী শর্মা,** পাঁচঘড়া, সুভাষগ্রাম, জে. এন. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৪৭। **শ্রীমতী মৌসুমী শর্মা (স্বত্বাধিকারী)** ১০ই, মহেন্দ্র রায় লেন, গোবিন্দ খাটিক লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৪৬ **মেসার্স এম. এস. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর শ্রীমতী মৌসুমী শর্মা,** পাঁচঘড়া, সুভাষগ্রাম, জে. এন. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৪৭।	**ক) ২,৯০,৬৩,১৯১.১০ টাকা** (দুই কোটি নব্বই লক্ষ তেষট্টি হাজার একশত একানব্বই টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। **খ) ০৭.০৪.২০২৫** **গ) ১৮.০৬.২০২৫**	**(*) সম্পত্তি ১ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক স্পেস একতলায় পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৯৭৫ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - পাঁচঘড়া, জেএল নং ৮, তৌজি নং ২৫০, আরএস প্লট নং ২৪, আরএস খতিয়ান নং ২০৪, এলআর প্লট নং ৫১১ এবং ৫১২, এলআর খতিয়ান নং ৪২৭৯, থানা - বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ১৯০৩১০৮৭৫-২০২১ সালের। রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩, কলকাতা সমীপে এবং ১৯০৩০০০৫৪-২০২৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩, কলকাতা সমীপে। **চৌহদ্দি -** উত্তরে : আরএস দাগ নং ৫১৯ (আসলাম মন্ডলের সম্পত্তি) দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৫১১ (মৌলানা শাহজাহান মন্ডলের সম্পত্তি) পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক এবং হাফেজ আইনাল মন্ডলের সম্পত্তি পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৫১৭ (হাসিম মন্ডলের সম্পত্তি) **(*) সম্পত্তি ২ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক স্পেস একতলায় পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৯৯০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - পাঁচঘড়া, জেএল নং ৮, তৌজি নং ২৫০, আরএস প্লট নং ২৪, আরএস খতিয়ান নং ২০৪, এলআর প্লট নং ৫১১ এবং ৫১২, এলআর খতিয়ান নং ৪২৭৯, থানা - বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ১৯০৩১০৮৭৪-২০২১ সালের। রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩, কলকাতা সমীপে এবং ১৯০৩০০০৫৬-২০২৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩, কলকাতা সমীপে। **চৌহদ্দি -** উত্তরে : আরএস দাগ নং ৫১৯ (আসলাম মন্ডলের সম্পত্তি), দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৫১১ (মৌলানা শাহজাহান মন্ডলের সম্পত্তি), পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক এবং হাফেজ আইনাল মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে: আরএস দাগ নং ৫১৭ (হাসিম মন্ডলের সম্পত্তি) (*) সম্পত্তি ৩ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক স্পেস একতলায় পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ১০০৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - পাঁচঘড়া, জেএল নং ৮, তৌজি নং ২৫০, আরএস প্লট নং ২৪, আরএস খতিয়ান নং ২০৪, এলআর প্লট নং ৫১১ এবং ৫১২, এলআর খতিয়ান নং ৪২৭৯, থানা - বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ১৯০৩১০৯৬৫-২০২১ সালের। রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩, কলকাতা সমীপে এবং ১৯০৩০০০৫৫-২০২৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৩, কলকাতা সমীপে। **চৌহদ্দি -** উত্তরে : আরএস দাগ নং ৫১৯ (আসলাম মন্ডলের সম্পত্তি) দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৫১১ (মৌলানা শাহজাহান মন্ডলের সম্পত্তি) পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক এবং হাফেজ আইনাল মন্ডলের সম্পত্তি পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৫১৭ (হাসিম মন্ডলের সম্পত্তি) (*) সম্পত্তি ৪ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক স্পেস একতলায় পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ১৪৩৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - পাঁচঘড়া, জেএল নং ৮, তৌজি নং ২৫০, আরএস প্লট নং ৫৬, আরএস খতিয়ান নং ২০৪, এলআর প্লট নং ৫১১ এবং ৫১২, এলআর খতিয়ান নং ৪২৭৯, থানা - বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ১৬১১০৫২০৫-২০২৩ সালের। রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি -** উত্তরে: আরএস দাগ নং ৫১৯, দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৫১১, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৫১৭। **(*) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলির মধ্যে কোনও বিভাজিকা চিহ্ন নেই ফলে সকল সম্পত্তি একটি সম্পত্তি হিসেবে ই-নিলাম অধীনে রাখা হয়েছে এবং তা সমুদয় হিসেবে বিক্রি করা হবে** **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**	**ক) ১,৬৬,৬০,০০০.০০ টাকা** (এক কোটি ছেষট্টি লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১৬,৬৬,০০০.০০ টাকা** (ষোলো লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ১৬,৬৬,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) শ্রী তন্ময় বর্মন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রী প্রণবেশ বর্মন গ্রাম-নারিকেলদহ, পোঃ আসান থানা-ময়না, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ৬৪২ **শ্রী তরুন মাল** গ্রাম- বলভদ্র চক, পোঃ আরংকিয়ারানা, থানা-ময়না জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১ ৬৪২	**ক) ৭৯,৩৪,৮৩৬.৬৫ টাকা** (উনআশি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশত ছত্রিশ টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৪.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। **খ) ০৪.০২.২০২২** **গ) ৩১.০৫.২০২২**	দাগ নং ১৮০৪ এবং ২৬৩৫, জে.এল. নং ২৪৯, এলআর খতিয়ান নং ১৮০২ এবং ১৫৫৬, থানা-ময়না, মৌজা- নারিকেলদহ, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা:** উত্তরে: শ্রী দীনেশ বর্মনের পুকুর দ্বারা, দক্ষিণে: শ্রী ভবেশ বর্মনের একতলা বাড়ি দ্বারা, পূর্বে: গ্রামের রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে: শ্রী প্রণবেশ বর্মন এবং রোহিনী রঞ্জন দাসের ফাঁকা জমি দ্বারা। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ১০,২০,০০০.০০ টাকা** (দশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,০২,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ দুই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ১,০২,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) সুস্মিতা কীর্তনীয়া,** স্বামী- সুবীর কীর্তনীয়া তালবান্ধা (দক্ষিণ), সেন মেডিকেলের কাছে, পোঃ যুগবেড়িয়া, থানা-ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পঃবঃ, কলকাতা-৭০০ ১১০। **আরও ঠিকানা:** হোল্ডিং নং ৫৮০, সনৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, পোঃ যুগবেড়িয়া, থানা-ঘোলা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০। **মেসার্স এস. কে. এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: সুস্মিতা কীর্তনীয়া,** স্বামী- সুবীর কীর্তনীয়া, তালবান্ধা (দক্ষিণ), সেন মেডিকেলের কাছে, পোঃ যুগবেড়িয়া, থানা- ঘোলা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পঃবঃ, কলকাতা-৭০০ ১১০।	**ক) ৬০,০৮,৩৯৯.৮১ টাকা** (ষাট লক্ষ আট হাজার তিনশত নিরানব্বই টাকা এবং একাশি পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। **খ) ০৮.০৮.২০২৪** **গ) ০৩.১০.২০২৪**	সুস্মিতা কীর্তনীয়ার (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) নামে সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। স্থাবর ২ ডেসিমেল কমবেশি জমির উপর নির্মিত আংশিক সমাপ্ত দ্বিতল ভবন এবং জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ইএমটি, যা মৌজা-তালবান্ধা, জে.এল. নং ২৮, আর.এস. খতিয়ান নং ২৪২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩২, ৩৬২, ৩৯১, ২৭৪, দাগ নং আর.এস. ৬০৯, এল.আর. ৬০৯/১৩৪৮, তালবান্ধার অধীনে, পোঃ যুগবেড়িয়া, থানা-ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর.-সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১০ -এ অবস্থিত। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: ২০ ফুট পাকা রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে জুরান বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে মৃত্যুঞ্জয় শীলের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে নীল কমল বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ৫২,৫০,০০০.০০ টাকা** (বাহান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৫,২৫,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ৫,২৫,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৬.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) এস. কে. সমীর আলী (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- এস. কে. ম্যাকিয়া বক্স ১/ই, ইব্রাহিম রোড, এইচ. ১২, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ০২৩। **এস. কে. মামুদা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার)** ১৪বি, ১৪ তলা, বিএল ১ হেরিটেজ সৃজন পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৭। **শেখ আজিজুল রহমান (গ্যারান্টার),** পিতা- মাত্তাও আলী করবেড়িয়া মোড়, বাসুদেবপুর, বাগনান-১১, হাওড়া-৭১১ ৩১২।	**ক) ১২,৯২,৬৯,৩০০.৮২ টাকা** (বারো কোটি বিরানব্বই লক্ষ উনসত্তর হাজার তিনশত টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। **খ) ১৩.১১.২০২৪** **গ) ০৭.০৭.২০২৫**	**সম্পত্তি I :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১১২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২এ, ২য় ফ্লোরে, সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৭০ বর্গফুটের দুটি খোলা কার পার্কিং স্পেস, ৫ কাঠা ৩ ছটাক ২০ বর্গফুট জমির উপর, হোল্ডিং নং ১৪১৬, মাদুরদহ, কলকাতা ৭০০ ১০৭, মৌজা-মাদুরদহ, জে.এল. নং ১২, আরএস দাগ নং ৪১৭, খতিয়ান নং ১৫৩/১, থানা-তিলজলা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৮ নং ওয়ার্ড। **সীমানা:** উত্তরে- সাধারণ পথ, দক্ষিণে-আরএস দাগ ৪১৭, পূর্বে-আরএস দাগ ৪১৭(পি), পশ্চিমে-সাধারণ পথ। **মালিকের নাম এস. কে. সমীর আলী।** **সম্পত্তি II :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১১৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০২, ২য় ফ্লোরে, সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৭০ বর্গফুটের দুটি কার পার্কিং স্পেস, ১৪৭৩, মাদুরদহ, থানা- তিলজলা, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা-১০৭, জে.এল. নং ১২, আরএস দাগ নং ২১২, তৌজি নং ২৯৯৮, পরগনা খাসপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৮ -এর অধীনে। **সীমানা :** উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া সাধারণ পথ, দক্ষিণে- প্লট নং ১/৫, পূর্বে- প্লট নং ১/২, পশ্চিমে- ৩০ ফুট চওড়া সাধারণ পথ। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) I. ৪৬,০০,০০০.০০ টাকা** (ছেচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **II. ৪৮,০০,০০০.০০ টাকা** (আটচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) I. ৪,৬০,০০০.০০ টাকা** (চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **II. ৪,৮০,০০০.০০ টাকা** (চার লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর I. ৪,৬০,০০০.০০ টাকা II. ৪,৮০,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৭.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) ডা. রিশিতা নন্দী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা- স্বর্গীয় মিহির কুমার নন্দী ই১, কলম্বিয়া স্ট্রিট, সেক্টর ২৮, বিধাননগর, দুর্গাপুর এম কর্প, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১২ **ডা. ছবি ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** প্রযত্নে- মানি মোহন ঘোষ ই১, কলম্বিয়া স্ট্রিট, সেক্টর ২৮, বিধাননগর, দুর্গাপুর এম কর্প, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১২	**ক) ১,২১,৬৫,০৩৮.১৫ টাকা** (এক কোটি একুশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার আটত্রিশ টাকা এবং পনের পয়সা মাত্র) তৎসহ ১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। **খ) ১৬.০৪.২০২৫** **গ) ২১.০৬.২০২৫**	**সম্পত্তি I :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০২, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৫০ বর্গফুট কমবেশি, ৩য় ফ্লোরে (মার্বেল) দক্ষিণ-পূর্ব মুখী ব্লক-এ এবং ১টি খোলা কার পার্কিং স্পেস ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি গ্রাউন্ড ফ্লোরে জি+৫ তলা ভবনে, আনুপাতিক অবিভক্ত জমি ০১ বিঘা ১২ কাঠা ০৮ ছটাক এবং ২৭ বর্গফুট কমবেশি, মৌজা-নাকতলা, জে.এল. নং ৩২, তৌজি নং ৫৬, খ তিয়ান নং ১৯৯ ও ২৭৮, দাগ নং ৮৬, ৮২ ও ২১৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং ২৩৭, এন.এস.সি. বোস রোড, পোঃ নাকতলা, থানা-যাদবপুর (বর্তমানে নেতাজি নগর) ওয়ার্ড নং ১০০, বরো নং ১০, কলকাতা-৭০০ ০৪৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর। **সীমানা:** উত্তরে-নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড দ্বারা, দক্ষিণে- টালি খাল, মেট্রো রেল দ্বারা, পূর্বে- টালি হাইট কমপ্লেক্স দ্বারা, পশ্চিমে- তোডি আবাসিক কমপ্লেক্স, ডি. ঘোষের বাড়ি এবং ইউকো ব্যাঙ্ক দ্বারা। **(বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি)** **সম্পত্তি II :**সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭০০ বর্গফুট কমবেশি, ৩য় ফ্লোরে (মার্বেল) উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম মুখী ব্লক-এ এবং ১টি খোলা কার পার্কিং স্পেস ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি গ্রাউন্ড ফ্লোরে জি+৫ তলা ভবনে, আনুপাতিক অবিভক্ত জমি ০১ বিঘা ১২ কাঠা ০৮ ছটাক এবং ২৭ বর্গফুট কমবেশি, মৌজা- নাকতলা, জে.এল. নং ৩২, তৌজি নং ৫৬, খতিয়ান নং ১৯৯ ও ২৭৮, দাগ নং ৮৬, ৮২ ও ২১৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং ২৩৭, এন.এস.সি. বোস রোড, পোঃ নাকতলা, থানা-যাদবপুর (বর্তমানে নেতাজি নগর) ওয়ার্ড নং ১০০, বরো নং ১০, কলকাতা-৭০০ ০৪৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর। **সীমানা:** উত্তরে- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড দ্বারা, দক্ষিণে- টালি খাল, মেট্রো রেল দ্বারা, পূর্বে- টালি হাইট কমপ্লেক্স দ্বারা, পশ্চিমে- তোডি আবাসিক কমপ্লেক্স, ডি. ঘোষের বাড়ি এবং ইউকো ব্যাঙ্ক দ্বারা। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) I. ৫৯,০০,০০০.০০ টাকা** (উনষাট লক্ষ টাকা মাত্র) **II. ৭৮,০০,০০০.০০ টাকা** (আটাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) I. ৫,৯০,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **II. ৭,৮০,০০০.০০ টাকা** (সাত লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর I. ৫,৯০,০০০.০০ টাকা II. ৭,৮০,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৮.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) ডা. রিশিতা নন্দী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা- স্বর্গীয় মিহির কুমার নন্দী ই১, কলম্বিয়া স্ট্রিট, সেক্টর ২৮, বিধাননগর, দুর্গাপুর এম কর্প, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১২। **ডা. ছবি ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** প্রযত্নে- মানি মোহন ঘোষ ই১, কলম্বিয়া স্ট্রিট, সেক্টর ২৮, বিধাননগর, দুর্গাপুর এম কর্প পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩ ২১২।	**ক) ৩৬,৭৮,৩৬৭.১০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত সাতষট্টি টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। **খ) ১৬.০৪.২০২৫** **গ) ২১.০৬.২০২৫**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০৩, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০০ বর্গফুট কমবেশি, ৩য় ফ্লোরে (মার্বেল) দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী ব্লক-এ এবং ১টি খোলা কার পার্কিং স্পেস ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি গ্রাউন্ড ফ্লোরে জি+৫ তলা ভবনে, আনুপাতিক অবিভক্ত জমি ০১ বিঘা ১২ কাঠা ০৮ ছটাক এবং ২৭ বর্গফুট কমবেশি, মৌজা-নাকতলা, জে.এল. নং ৩২, তৌজি নং ৫৬, খতিয়ান নং ১৯৯ ও ২৭৮, দাগ নং ৮৬, ৮২ ও ২১৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং ২৩৭, এন.এস.সি. বোস রোড, পোঃ নাকতলা, থানা-যাদবপুর (বর্তমানে নেতাজি নগর) ওয়ার্ড নং ১০০, বরো নং ১০, কলকাতা-৭০০ ০৪৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর। **সীমানা:** উত্তরে- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড দ্বারা, দক্ষিণে- টালি খাল, মেট্রো রেল দ্বারা, পূর্বে- টালি হাইট কমপ্লেক্স দ্বারা, পশ্চিমে- তোডি আবাসিক কমপ্লেক্স, ডি. ঘোষের বাড়ি এবং ইউকো ব্যাঙ্ক দ্বারা। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ৪৬,০০,০০০.০০ টাকা** (ছেচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৪,৬০,০০০.০০ টাকা** (চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ৪,৬০,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**
৯.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬। **খ) মেসার্স জয়পুর ভুজিয়াওয়ালা (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শ্রী বাসুদেব ব্যানার্জি** এ৫-৩/সি/নিউ, হেম চন্দ্র নস্কর রোড, পোঃ জগন্নাথ নগর, থানা-মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪০। **শ্রী বাসুদেব ব্যানার্জি (স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা)** পিতা- স্বর্গীয় চণ্ডী চরণ ব্যানার্জি সি৫ ২৯ এ নিউ, আকরা দত্ত বাগান রোড, হাউজিং কালী মন্দিরের কাছে, পোঃ বটতলা, কলকাতা-৭০০ ০১৮। **মিসেস তনুশ্রী ব্যানার্জি (গ্যারান্টার)** স্বামী- শ্রী বাসুদেব ব্যানার্জি সি৫ ২৯ এ নিউ, আকরা দত্ত বাগান রোড, হাউজিং কালী মন্দিরের কাছে, পোঃ বটতলা, কলকাতা-৭০০ ০১৮।	**ক) ৫৩,২৬,৬৪৯.২৫ টাকা** (তিপ্পান্ন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছয়শত উনপঞ্চাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য আরও সুদ ও চার্জ। **খ) ২৮.০১.২০২৫** **গ) ১৬.০৪.২০২৫**	৩ কাঠা ৬ ছটাক ১৮ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের জমি এবং এর উপর নির্মিত ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- জগন্নাথ নগর, জে.এল. নং ৭, শিট নং ২, তৌজি নং ৩৪৯, আর.এস. নং ৬৮, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৮৫ -এর অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯১৫, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে আর.এস. দাগ নং ৭৪০, ওয়ার্ড নং ১৯, হোল্ডিং নং এ৫-৩/সি/নিউ, হেম চন্দ্র নস্কর রোড, পোঃ জগন্নাথ নগর, থানা-মহেশতলা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০ ১৪০ এ অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- খাল দ্বারা, দক্ষিণে- অঞ্জলি মাইতির সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে- সাধারণ পথ দ্বারা, পশ্চিমে- শুকদেব মুখার্জির সম্পত্তি দ্বারা। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ৩১,০১,০০০.০০ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,১০,১০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ দশ হাজার একশত টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি-এর ৩,১০,১০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।**

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ০৩.০৮.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

১. সম্পত্তিগুলি "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**যাই থাক না কেন**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তিটি রিজার্ভ প্রাইসের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি সহ বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র **BAANKNET.com (https//baanknet.com/)** সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে হবে।
৫. রিজার্ভ প্রাইসের ১০% ইএমডি পরিমাণ **M/s PSB Alliance Private Limited (BAANKNET.com)** এর ই-ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। চালান তৈরি করে **০৩.০৮.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টার আগে** RTGS/NEFT এর মাধ্যমে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডারের যোগাযোগের বিবরণ: **M/s. PSB Alliance Pvt Ltd [BAANKNET.com (https//baanknet.com/)], ফোন নং ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪০ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২ ০৫০৫১, ইমেইল: support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সাথে পরামর্শের পর **২০.০৭.২০২৬ থেকে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে** সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল ঘোষণার পরপরই (ইতিমধ্যেই দেওয়া ইএমডি সহ) বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বাকি ৭৫% জমা দিতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে তার জমা দেওয়া ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জের সমস্ত খরচ, কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া/ট্যাক্স/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ সরকারি বকেয়া ইত্যাদি সফল দরদাতা/ক্রেতা বহন করবেন।
১০. এটি ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের প্রতি একটি সাধারণ নোটিশ যে, তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা হলে উপরিউক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরিউক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলাম করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বকেয়া পুনরুদ্ধার করা হবে।
১২. ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত কোনও বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/বাতিল বা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** দেখুন।

তারিখ: ২০.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
কানাড়া ব্যাঙ্ক

রাজৌরি-পুঞ্চে বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি, দিল্লি থেকে জম্মুতে ফিরেছেন ওমর

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই: রাতভর টানা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান নেমে এল জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ, রজৌরি-সহ বেশ কয়েকটি জেলায়। হড়পা বানের জেরে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। নিখোঁজ অনেকে। তবে নিখোঁজ এবং মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। নিচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দপ্তর ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করায় আতঙ্ক বাড়ছে জেলাগুলিতে।

জম্মুর রজৌরিতে রবিবার সকালে হড়পা বান নেমে আসে। নদীগুলিতে জলের স্তর বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। দু'পার ছাপিয়ে নদীর জল নিচু এলাকাগুলিতে ঢুকতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মুহূর্তে মুহূর্তে জলস্তর বাড়ছে। ফলে অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছেন। হড়পা বানের জেরে রজৌরিতে বহু ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে। গাড়িও ভেসে গিয়েছে। এক মহিলা জলের তোড়ে ভেসে যান। পরে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, দারখালি, খান্ডলি, সুখতো এবং জমোলার মতো জেলার বড় নদীগুলি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। দরখালি নদীর জল বসতি এলাকায় ঢুকে পড়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ২৩ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে। ফলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হতে পারে। জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাগুলিকে। অন্যদিকে, পুঞ্চেও পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সেখানে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। গত ২৪ ঘণ্টায় রজৌরিতে বৃষ্টি হয়েছে ১০৩ মিলিমিটার। পুঞ্চে ৭৭ মিমি, উধমপুরে ১০১ মিমি, কাটরায় ৮৫ মিমি বৃষ্টি হয়েছে।

এদিন ওমর আবদুল্লা সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে একাধিক পোস্টে লিখেছেন, 'আজ ভোর হওয়ার পর থেকেই আমি জম্মুর কিছু অংশে, বিশেষ করে রাজৌরি ও তার আশপাশের এলাকায় অতিভারী বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমি এই অঞ্চলের স্থানীয় বিধায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। পরিস্থিতি যেহেতু ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, প্রশাসনের অগ্রাধিকার হল মূল্যবান জীবন রক্ষা করা। বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় যাঁদের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তা করার জন্য সরকার সম্ভাব্য সবকিছু করবে।'

হাসপাতালের ওপর আস্থা হারিয়েছি, হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি: গীতাঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই: সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো অভিযোগ করেছেন, সফদরজং সরকারি হাসপাতালের ওপর তাঁর আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। রবিবার সামাজিক মাধ্যম 'এক্সে' এক পোস্টে তিনি দাবি করেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের জানিয়েছিল যে সোনম ওয়াংচুকের পটাশিয়ামের মাত্রা ২.৯-এ নেমে এসেছে, যা উদ্বেগজনক এবং প্রাণঘাতী হতে পারে। কিন্তু হাসপাতালের প্রকাশিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে সেই নির্দিষ্ট তথ্য উল্লেখ না করে শুধু 'পটাশিয়ামের মাত্রা কমেছে' বলা হয়েছে। গীতাঞ্জলির দাবি, প্রায় ১০ ঘণ্টা অপেক্ষা ও বারবার অনুরোধের পর শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় রক্তের নমুনা বাইরে পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়। একটি স্বাধীন পরীক্ষাগারের রিপোর্টে পটাশিয়ামের মাত্রা ৩.৫ আসে, যা স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সোনম ওয়াংচুককে ছাড়পত্র দিচ্ছে না এবং তাঁদের পছন্দের কোনও বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের অনুমতিও দিচ্ছে না। তাঁর দাবি, হাসপাতালের ওই তলায় প্রায় ৩০ জন এবং গোটা হাসপাতালে ১০০-রও বেশি পুলিশ মোতায়েন থাকায় তাঁদের চলাফেরাও কার্যত নিয়ন্ত্রিত। তাঁর কথায়, এটি চিকিৎসা নয়, বেআইনি আটক। গীতাঞ্জলি আংমো বলেন, সোনমের যদি কোনও ক্ষতি হয়, তবে তার সম্পূর্ণ দায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সরকারকেই নিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সোনম ওয়াংচুককে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের অনুমতি চেয়ে রবিবার দিল্লি হাইকোর্টে জরুরি শুনানির আবেদন জানিয়েছেন বলেও তিনি জানান। তাঁর বক্তব্য, প্রিয়জন কোথায় চিকিৎসা পাবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনও পরিবারের আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে, এটা উচিত নয়।

বিবস্ত্র অবস্থায় মন্দিরের বিগ্রহ তুলে পুকুরে ঝাঁপ তরুণী ইঞ্জিনিয়ারের

তেলেঙ্গানা, ১৯ জুলাই: তেলঙ্গানার হায়দরাবাদে এক তরুণী ইঞ্জিনিয়ার বিবস্ত্র অবস্থায় মন্দিরে ঢুকে পড়েন। শুধু তাই নয়, মন্দির থেকে বিগ্রহ তুলে নিয়ে মন্দিরসংলগ্ন পুকুরে ঝাঁপ দেন। পরে তরুণীর দেহ উদ্ধার হলেও পাওয়া যায়নি বিগ্রহটি। ওই তরুণীর এমন আচরণে হতভম্ব স্থানীয়েরা। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদের মেদিপল্লিতে। মৃত তরুণীর বাড়ি বিজয়নগরমে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, বেঙ্গালুরুর একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় চাকরি করতেন ওই তরুণী। মাস ছয়েক আগে সেই চাকরি ছেড়ে দেন। দু'মাস আগে মেদিপল্লির পীরজাদিগুড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন ওই তরুণী এবং তাঁর মা। পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে তরুণী এবং তাঁর মা রাতের খাওয়াদাওয়ার পর শুতে যান। রাত ২টো ৩০ মিনিটে তরুণী উঠে পড়েন। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে দেন। এর পর তিনি বিবস্ত্র অবস্থায় রাস্তা দিয়ে ছুটতে শুরু করেন। এলাকার কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরায় তাঁর গতিবিধি ধরা পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীর হাতে একটি শাড়ি ছিল। রাত তখন ২টো ৩৫ মিনিট। রাত ২টো ৪৫ মিনিটে তাঁকে এলাকার একটি মন্দিরের সামনে দেখা যায়। মন্দিরে প্রবেশ করেন। তার পর প্রার্থনা করতেও দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর মন্দির থেকে বিগ্রহ তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। তার পর মন্দিরসংলগ্ন পুকুরের দিকে ছুটে যান এবং ঝাঁপ দেন জলে। শনিবার সকালে কন্যাকে দেখতে না পেয়ে পড়শিদের ডাকেন তরুণীর মা। তার পর খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। পরে দেখা যায় মন্দির সংলগ্ন পুকুরে তরুণীর দেহ ভাসছে। পরিবার সূত্রে পুলিশ জানতে পেরেছে, মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তরুণী। চিকিৎসাও চলছিল তাঁর।

রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের লেনদেনের স্বাধীন তদন্ত দাবি রাহুল-খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই: কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যৌথ চিঠি লিখে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেনের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, ট্রাস্টে আর্থিক অনিয়মের ফলে লক্ষ লক্ষ ভক্তের আস্থা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা উদ্বেগজনক।

যৌথ চিঠিতে দুই নেতা বলেন, দেশের কোটি কোটি ভক্ত বিশ্বাস ও ভক্তিভাব নিয়ে ট্রাস্টে অনুদান দিয়েছেন। কিন্তু আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তাঁরা প্রতারিত বোধ করছেন। তাই অনুদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সংসদে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট গঠনের ঘোষণা করেছিলেন এবং ট্রাস্টের সদস্যদের নিয়োগও কেন্দ্রীয় সরকারই করেছে। কংগ্রেসের দাবি, ট্রাস্টের একাধিক সদস্য আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকও প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। এত গুরুতর অভিযোগের পরও প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা।

খাড়গে ও রাহুল দাবি করেছেন, ট্রাস্টের সমস্ত আর্থিক লেনদেন এবং নগদ অর্থ, সোনা, রুপো-সহ সব ধরনের প্রণামী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক। তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনতে হবে, যাতে ভক্তরা জানতে পারেন তাঁদের অনুদান কী ভাবে ব্যবহার হয়েছে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে পদ বা প্রভাব নির্বিশেষে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

রবিবার চিঠিটি সামাজিক মাধ্যম 'এক্সে' শেয়ার করে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ট্রাস্টের আর্থিক বিষয়গুলির নিরপেক্ষ ও বিস্তৃত তদন্ত হওয়া উচিত। অন্যদিকে রাহুল গান্ধিও 'এক্সে' চিঠি প্রকাশ করে অভিযোগ করেন, কোটি কোটি ভক্তের দেওয়া প্রণামী নিয়ে ওঠা অভিযোগ এখন জনসমক্ষে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে এবং এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা গ্রহণযোগ্য নয়।

Institute of Co-Operative Management for Agriculture & Rural Development,
ICMARD Building, 3rd Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

3rd Call of e-Tender inviting Quotations from reputed Companies/Firms/OEMs having sufficient experience and adequate credentials for Supply, Installation, Testing & Commissioning of Addressable Fire Fighter Telephone System at ICMARD Building, located at Block – 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700 067, has been issued by the ICMARD under **Memo No. 2137/Admn./25-26/149 dated July 08, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1031424_1**. The last date for submission/uploading of Bid through online is **July 30, 2026**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**

July 08, 2026 Sd/- **Principal, ICMARD**

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN : L36900WB1952PLC020274
রেজি. অফিস : গদরেজ জেনেসিস, অফিস নং ১৪০৪, ১৫তম তল, সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : +৯১ ০৩৩ ৪০৫২ ৬০০০
ইমেল : uchakravarty@wpil.co.in ওয়েবসাইট : www.wpil.co.in

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১২৪(৬) এবং তৎসহ ২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) রুলসের রুল ৬, সংশোধিত মতে, সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ার এর ডিভিডেন্ড বিগত একদিক্রমে সাত বছর ধরে অপ্রদেয়/অদাবিকৃত রয়েছে সেগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের খোলা ডিমাট অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট রুল মোতাবেক প্রক্রিয়াধীনে নির্ধারিত সময়ে কোম্পানি স্থানান্তর করবে। শেয়ারহোল্ডারগণের নাম (যারা একাদিক্রমে সাত বছর ডিভিডেন্ড নগদে/দাবি করাননি তাদের ফোলিও নং বা ডিপি আইডি-ক্ল্যায়েন্ট আইডি, কোম্পানির উক্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক https://www.wpil.co.in/investor-lounge/shareholder-information/ খোলা যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা /-
ইউ চক্রবর্তী
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৭.২০২৬
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

ভেরিতাস অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৮/২এ, গড়িয়াহাট সাউথ রোড, ঢাকুরিয়া, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০২৯
CIN : L74999WB2018PLC227215
ফোন : +৯১ ৩৩ ৪০৪৪ ৬৬৮৩, ই-মেল : info@veritaasadvertising.com
ওয়েবসাইট : www.veritaasadvertising.com

এতদ্বারা ভেরিতাস অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেডের (কোম্পানি) ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার ১২ আগস্ট ২০২৬ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) /অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান মোতাবেক এবং তৎসহ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি সার্কুলারসমূহ) অনুযায়ী কোম্পানির ৮ম এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
উল্লিখিত সার্কুলার অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণের বিষয়টি ছাড় দেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি কেবল যে সকল সদস্য পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন তাদের পাঠানো হবে, আমরা শেয়ারহোল্ডারগণকে আবেদন করছি কোম্পানির পরিবেশ সুরক্ষায় পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে কোম্পানির যোগাযোগ ব্যবস্থাটি ই-মেল মারফত গ্রহণের সমর্থক হতে।
৮ম এজিএম আহ্বায়ক নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি, অন্যান্য বিষয় সম্বলিত, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলি -ই-ভোটিংয়ের জন্য এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হবে, সঠিক সময়ে, সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) /ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(এস) এর নিকট নথিভুক্ত।
শেয়ারহোল্ডারগণের নথিভুক্ত ঠিকানায় ২০২৫-২০২৬ অর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এর ওয়েবলিঙ্ক সহ এক পত্র পাঠানো হবে যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি /আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস এর নিকট নথিভুক্ত নেই।
৮ম এজিএম আহ্বায়ক নোটিশ এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.veritaasadvertising.com/ স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন এনএসই www.nseindia.com এবং এনএসডিএল (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদায়ক সংস্থা) www.evoting.nsdl.com যথা সময়ে উপলব্ধ।
সদস্যগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দানের জন্য ই-ভোটিং পরিষেবা প্রদান করবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কোম্পানির ৮ম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত সকল প্রস্তাবের ক্ষেত্রে। ই-ভোটিং ব্যবস্থা শুরু হবে রবিবার ৯ আগস্ট ২০২৬ সকাল ৯ টা থেকে এবং শেষ হবে মঙ্গলবার ১১ আগস্ট ২০২৬ তারিখ সন্ধে ৫ টায়। সংশ্লিষ্ট সময়ে, কেম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজ আকারে শেয়ার ধারণ করলে কাট অফ ডেট /উপযুক্তধারক তারিখ বুধবার ৫ আগস্ট ২০২৬ অনুযায়ী বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দান করতে পারবেন। সদস্যগণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদান না করে থাকলে এবং অন্যভাবে ভোটদানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করবে।
যে সকল সদস্য তাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তাদের অবিলম্বে নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ক) ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস এর নিকট ডিমাট আকারে শেয়ারধারণের ক্ষেত্রে
খ) ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে,
১) কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট - এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড, এর নিকট লিখিতভাবে ফোলিও নম্বর এর বিস্তারিত এবং স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড এর কপি সহ - টি-৩৪ ৩য় তল, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ ২। নিউ দিল্লি -১১০০২০ বা,
২) রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট - এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড, info@masserv.com. নিকট ই-মেল পাঠিয়ে।
যে সকল সদস্য ডিমাট আকারে শেয়ার ধারণ করেন তারাও উক্ত ই-মেল ঠিকানায় রেজিস্টারের নিকট ই-মেল পাঠাতে পারেন সীমিত উদ্দেশ্যে ৮ম এজিএম নোটিশ গ্রহণের এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এর জন্য।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
ভেরিতাস অ্যাডর্ভাটাইজিং লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
দেবজ্যোতি ব্যানার্জি
(চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৭.২০২৬
ডিন : ০৮১২৬৫৫৭

ওমানে ১৫ ঘণ্টা কাজ করেও তিন মাসে মেলেনি বেতন!

ওমান, ১৯ জুলাই: দিনে ১৫ ঘণ্টা কাজ করার সঙ্গে বিশ্রামের কোনও সুযোগ নেই। তিন মাসের বেশি সময় ধরে কাজ করলেও মেলেনি কোনও বেতনও! এমনই অভিযোগ তুললেন ওমানে কাজ করতে যাওয়া হায়দরাবাদের এক মহিলা। তাঁর দাবি, মোটা অঙ্কের বেতনে পরিচারিকার কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে ওমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তার সঙ্গে কোনও মিল নেই।

হায়দরাবাদের বাসিন্দা শবনম বেগম গত ২৬ মার্চ ওমানের মাস্কটে যান। সেখানে এক বাড়িতে পরিচারিকার কাজ পান তিনি। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় এক এজেন্ট এই কাজটি ঠিক করে দিয়েছিলেন। মোটা অঙ্কের বেতনের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তবে গত তিন মাস ধরে মাস্কটে 'বন্দিদশা' কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ শবনমের।

হায়দরাবাদের স্থানীয় এক রাজনীতিককে নিজের অভিযোগ জানিয়ে একটি ভিডিয়োবার্তা পাঠান ওই মহিলা। তাঁর দাবি, তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে কোনও বেতন ছাড়াই দিনরাত তাঁকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও তুলেছেন শবনম। আরও অভিযোগ, তাঁকে ঠিক সময় খেতেও দেওয়া হয় না। এজেন্টরা তাঁর পাসপোর্টও রেখে দিয়েছে। ওই রাজনীতিকের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন মহিলা।

হায়দরাবাদের ওই রাজনীতিকের দাবি, প্রায় ৫০ হাজার টাকার (ভারতীয় মুদ্রায়) মাসিক বেতনের কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওমানে পাঠানো হয়েছিল শবনমকে। ওমানের ভারতীয় দূতাবাস যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে ফেরত পাঠানোর বন্দোবস্ত করার জন্য বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে আবেদন করেছে শবনমের পরিবার।

ময়দান

প্রথম ভারতীয় হিসেবে জাপানে চ্যাম্পিয়ন সিন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিনের ট্রফি খরা কাটল। প্রথম ভারতীয় হিসাবে জিতলেন ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট। রবিবার সকালে জোড়া সাফল্য এল পিভি সিন্ধুর ঝুলিতে। ফেভারিট আকানে ইয়ামাগুচিকে হারিয়ে জাপান ওপেন জিতে গেলেন ভারতীয় শাটলার। এর আগে কোনও ভারতীয় জাপান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। রবিবার দুরন্ত পারফরম্যান্সে সেই অধরা শৃঙ্গ জয় করলেন সিন্ধু।

শেষবার সিন্ধু ট্রফি জিতেছিলেন বছরদুয়েক আগে। ২০২৪ সালে সৈয়দ মোদি ইন্টার ন্যাশনাল জিতেছিলেন। তারপর লাগাতার ব্যর্থতা। যদিও ওপেন পর্যায়ে খেতাবের অপেক্ষা আরও বেশিদিনের। প্রায় সাতবছর ধরে বড় কোনও টুর্নামেন্ট জিততে পারেননি সিন্ধু। অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ীর সমস্যা আরও বাড়ে ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসের পর। গোড়ালিতে চোটের কারণে তাঁর কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে বলেই মনে করছিল ক্রীড়ামহল।

কিন্তু দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অবস্থা থেকে দুরন্ত কামব্যাক করলেন সিন্ধু। চলতি বছরের শুরু থেকেই হারানো ফর্ম ফিরে পেয়েছেন ধীরে ধীরে। তবে ট্রফিখরা কাটল জাপানে এসে। ফাইনালে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ ছিলেন শক্ত গাঁট ইয়ামাগুচি। গত চার বছরে একবারও এই জাপানি তারকাকে হারাতে পারেননি সিন্ধু। ঘরের কোর্টে খেলতে নামা ইয়ামাগুচির পক্ষে সমর্থনও ছিল প্রবল। তবে ম্যাচের শুরু থেকেই রাশ ছিল সিন্ধুর হাতে। মাঝে মাঝে অবশ্য কম সময়ের মধ্যে একাধিক পয়েন্ট জিতে ম্যাচে ফিরছিলেন ইয়ামাগুচিও। শেষ পর্যন্ত ২১-১৭ ফলে প্রথম গেম জিতে নেন সিন্ধু।

দ্বিতীয় গেমটাও একই ধাঁচে এগোয়। শুরুতে সিন্ধুর দাপট, তারপর পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে ইয়ামাগুচির কামব্যাক। তবে গেমের মাঝামাঝি এসে ছন্দ হারাতে শুরু করেন জাপানি শাটলার। ১৪-৭ পিছিয়ে থাকা অবস্থা থেকে ১৭-১৪ পর্যন্ত এগিয়ে এসে একটা মরিয়া চেষ্টা করেন। কিন্তু তারপর থেকে বেশ কয়েকটা ভুল করে বসেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় গেমও ২১-১৭ ফলে জিতে যান। সাত বছর পর ওপেন জিতে সিন্ধুর দুচোখ বেয়ে নেমে আসে জলের ধারা। ম্যাচের পর জানালেন, এই জয়টা তাঁর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আপাতত এই সাফল্যে ভর করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি নিতে চাইছেন সিন্ধু।

কালীঘাটের বিরুদ্ধে শেষ বেলায় জয় তারকাখচিত মোহনবাগানের

মোহনবাগান ৩ কালীঘাট ০
(মনবীর, তন্ময়, দীপেন্দু)

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে গত ম্যাচে ড্রয়ের পর জয়ে ফিরল মোহনবাগান।কালীঘাট এমএস-কে ৩-০ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এদিন নিজেদের একাধিক সিনিয়র ফুটবলার মোহনবাগানের হয়ে প্রথম একাদশে শুরু করেছিলেন।

কলকাতা লিগে তিন প্রধানের মধ্যে কোনও বড় দলই পূর্ণশক্তি নিয়ে নামে না। এদিন ব্যতিক্রমী, কারণ অবশ্যই ডুরান্ড কাপের আগে ফুটবলারদের পরখ করে নেওয়া। ২৫ জুলাই ডার্বি দিয়ে শুরু হচ্ছে ডুরান্ড কাপ।

এদিন মোহনবাগান মাঠে এসে সিনিয়র দলের হেড কোচ প্যানাগিওটিস ডিলমপেরিস কলকাতা লিগের ম্যাচ দেখলেন ভিআইপি বক্সে বসে। তিনি যে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরতে পারলেন, তা বলা যাচ্ছে না।

একাধিক সিনিয়র ফুটবলারদের খেলিয়েও কালীঘাটের কাছে পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছিল তারকাখচিত মোহনবাগান দল। প্রথম গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হল ৭৩ মিনিট পর্যন্ত। কালীঘাট আটকে রেখেছিল সাহাল-কিয়ানদের। সুহেল ভাটের একটি গোল অফসাইডে বাতিল হলেও একাধিক গোল মিস করেছে বাস্তব রায়ের ছেলেরা। অন্যদিকে একের পর এক দুর্দান্ত সেভ করেন কালীঘাটের গোলকিপার রঞ্জন সরেন। দ্বিতীয়ার্ধে মনবীর সিং মাঠে নামেন। ৭৩ মিনিটে অবশেষে 'ডেডলক' ভাঙে।

কালীঘাটের রণজয় রায় ফাউল করেন বাগানের সন্দীপ মালিককে। পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন মনবীর। ৮২ মিনিটে দুর্দান্ত শটে ব্যবধান বাড়ান তন্ময় ঘোষ। এরপর হেডার থেকে ৩-০ করেন দীপেন্দু বিশ্বাস।

SBI এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ-ব্যারাকপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০, ই-মেইল: sbi.64202@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ- নাম: শ্রী অমিত সরকার
মোঃ- ৯৬৭৪৭১৬১২১, ই-মেইল: sbi.64076@sbi.co.in

গাড়ি বাজেয়াপ্তকরণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (অ্যানেক্সচার -১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ২৩.০৭.২০২৬
সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৩.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: 'আগ্রহী দরদাতারা ২২.০৭.২০২৬ তারিখ বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা হওয়া এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপডেট হওয়ার পরেই দরদাতাকে প্রি-বিড ইএমডি-র ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে, তাই শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থেই যথেষ্ট আগেভাগে ইএমডি-র টাকা জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে'।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা / জামিনদারকে জানানো যাচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট দায়বদ্ধ / বন্ধক / চার্জ রাখা হয়েছিল এবং যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, তা আগামী **২৩.০৭.২০২৬** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন অবস্থায় আছে'** এবং **'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা বকেয়া এবং তার ওপর সুদ, খরচ ও ব্যয় ইত্যাদি (যদি কিছু আদায় হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে) সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ পর্যন্ত আদায়ের লক্ষ্যে এই সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং	জ্ঞাত দায়ভার (যদি কিছু থাকে) সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না টাকা জমা / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সংরক্ষিত মূল্যের ১০%
১.	**প্রস্তুতকারক ও মডেল: রেনল্ট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড KWID RXT 1.0,** রেজিস্ট্রেশন নম্বর: **WB12AY0887,** রেজিস্ট্রেশন তারিখ: **১৫.০৪.২০১৯, ইঞ্জিন নম্বর: B4DA404E165200,** চেসিস নম্বর: **MEEBBA007K1644312,** তৈরির বছর: **২০১৯** **স্বত্বাধিকারী: শ্রী অয়ন চক্রবর্তী**	২১.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৩.০০টা পর্যন্ত	১,৩৫,০০০/- টাকা জিএসটি সহ	ইএমডি ১৩,৫০০/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ২,০০০/- টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে **https://www.baanknet.com** লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ ২০.০৭.২০২৬
স্থান ব্যারাকপুর
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২০ জুলাই ২০২৬ • পেজ ৮

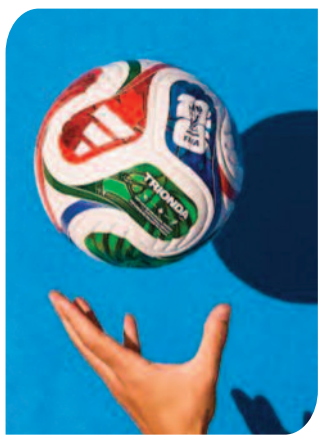

আধুনিক মনস্ক যুবসমাজ

শুধু ডিগ্রি আর প্রতিভাই কি প্রকৃত মানুষ হওয়ার চাবিকাঠি?

বেবি চক্রবর্তী

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং বিশ্বায়নের যুগ। আজকের যুবসমাজ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত, সচেতন এবং সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ভাষাজ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং পেশাগত প্রতিভাকে আজ সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। সমাজে একজন মানুষের পরিচয় অনেকাংশেই নির্ধারিত হয় তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত অবস্থান এবং আর্থিক সক্ষমতার মাধ্যমে। কিন্তু একটি মৌলিক প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক;শুধু ডিগ্রি আর প্রতিভাই কি একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে?

মানুষের প্রকৃত পরিচয় নৈতিকতা, মানবিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মূল্যবোধের বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। কারণ মানুষ হওয়া এবং সফল হওয়া এক বিষয় নয়। একজন মানুষ উচ্চশিক্ষিত হতে পারেন, অসাধারণ প্রতিভার অধিকারীও হতে পারেন, কিন্তু যদি তার মধ্যে সততা, সহমর্মিতা, ন্যায়বোধ এবং মানবিকতা না থাকে, তবে তাকে প্রকৃত অর্থে আদর্শ মানুষ বলা যায় না।

ডিগ্রির গুরুত্ব

ডিগ্রি একজন মানুষের জ্ঞান অর্জনের একটি স্বীকৃতি। এটি কর্মজীবনে প্রবেশের দরজা খুলে দেয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং সমাজে সম্মান অর্জনে সাহায্য করে। একজন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, আইনজীবী কিংবা গবেষকের পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য ডিগ্রি অপরিহার্য।

আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক সমাজে ডিগ্রি ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাওয়া কঠিন। একটি ভালো ডিগ্রি একজন যুবকের কর্মসংস্থান, আর্থিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক অবস্থান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে ডিগ্রি কখনোই মানুষের চরিত্রের সার্টিফিকেট নয়। একটি সনদ প্রমাণ করে একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু তিনি কতটা মানবিক, দায়িত্বশীল বা নৈতিক;তা কোনো ডিগ্রি নির্ধারণ করতে পারে না।

প্রতিভার মূল্য

প্রতিভা মানুষের জন্মগত অথবা অর্জিত বিশেষ সক্ষমতা। কেউ সংগীতে পারদর্শী, কেউ বিজ্ঞানে, কেউ সাহিত্যে, কেউ খেলাধুলায়, আবার কেউ নেতৃত্বে অসাধারণ দক্ষ।

প্রতিভা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নতুন আবিষ্কার, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ, প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে প্রতিভাবান মানুষের অবদান অপরিসীম। একজন প্রতিভাবান যুবক শুধু নিজের নয়, দেশেরও সম্পদ।

কিন্তু প্রতিভার সঠিক ব্যবহার তখনই সম্ভব হয়, যখন তা নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। নৈতিকতা ছাড়া প্রতিভা অনেক সময় সমাজের ক্ষতির কারণও হতে পারে। প্রযুক্তিগত দক্ষতা যদি অপরাধে ব্যবহৃত হয়, নেতৃত্ব যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়, অথবা বুদ্ধিমত্তা যদি প্রতারণার অস্ত্র হয়ে ওঠে, তবে সেই প্রতিভা সমাজের জন্য আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ।

প্রকৃত মানুষ হওয়ার অর্থ

প্রকৃত মানুষ হওয়া মানে শুধু শিক্ষিত বা প্রতিভাবান হওয়া নয়। প্রকৃত মানুষ হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি নিজের স্বার্থের পাশাপাশি অন্যের কল্যাণের কথাও ভাবেন। যার মধ্যে রয়েছে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি, আত্মসম্মান, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং মানবপ্রেম।

একজন প্রকৃত মানুষ কখনো অন্যের ক্ষতি করে নিজের উন্নতি চান না। তিনি দুর্বলকে সাহায্য করেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং সত্যকে সম্মান করেন। তাঁর কথাবার্তা, আচরণ এবং সিদ্ধান্তে মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে।

আধুনিক যুবসমাজের বাস্তবতা

আজকের যুবসমাজ অত্যন্ত মেধাবী এবং প্রযুক্তিনির্ভর। তারা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের জ্ঞান মুহূর্তেই অর্জন করতে পারে। অনলাইন শিক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ তাদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

কিন্তু এর পাশাপাশি কিছু উদ্বেগজনক বিষয়ও দেখা যাচ্ছে। অনেকেই শিক্ষাকে শুধুমাত্র চাকরি পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে দেখছে। চরিত্র গঠন, নৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক দায়িত্বের বিষয়গুলো অনেক সময় গুরুত্ব হারাচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনপ্রিয় হওয়ার প্রতিযোগিতা, ভোগবাদী জীবনযাপন, দ্রুত সফল হওয়ার প্রবণতা এবং আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারা অনেক তরুণকে মানবিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

মূল্যবোধের সংকট

যোগাযোগমাধ্যম এবং সমাজে আজ দুর্নীতি, প্রতারণা, অসহিষ্ণুতা, হিংসা এবং স্বার্থপরতা ক্রমশ বাড়ছে। এই সমস্যাগুলোর পেছনে শুধু শিক্ষার অভাব নয়, বরং নৈতিক শিক্ষার ঘাটতিও দায়ী।

একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যদি ঘুষ গ্রহণ করেন, একজন দক্ষ কর্মকর্তা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, অথবা একজন প্রতিভাবান ব্যবসায়ী যদি অসৎ উপায়ে সম্পদ অর্জন করেন, তবে তাদের ডিগ্রি বা প্রতিভা সমাজের কোনো প্রকৃত উপকারে আসে না। সুতরাং শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধের চর্চা অত্যন্ত জরুরি।

পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

একজন মানুষের প্রথম বিদ্যালয় তার পরিবার। পরিবারের কাছ থেকেই শিশু সততা, শৃঙ্খলা, সম্মান, দায়িত্ববোধ এবং সহমর্মিতা শেখে। এরপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেই শিক্ষাকে আরও পরিপূর্ণ করে।

বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফলাফল এবং ক্যারিয়ারের ওপর এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে চরিত্র গঠনের শিক্ষা পিছিয়ে পড়ছে। অথচ একজন আদর্শ শিক্ষক শুধু পাঠ্যবই পড়ান না; তিনি একজন ভালো মানুষ হওয়ার পথও দেখান।

শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক দায়িত্ব, পরিবেশ সচেতনতা এবং মানবিক চর্চার ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

জীবনে সফল হওয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই সফলতা তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা সততা ও মানবিকতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

ইতিহাসে এমন বহু ব্যক্তি রয়েছেন, যারা শুধু জ্ঞান বা প্রতিভার জন্য নয়, বরং মানবিক গুণাবলির জন্যও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের জীবন আমাদের শেখায় যে প্রকৃত নেতৃত্ব আসে চরিত্র থেকে, শুধুমাত্র মেধা থেকে নয়।

একজন চিকিৎসকের প্রকৃত সাফল্য শুধু দক্ষ অস্ত্রোপচারে নয়, রোগীর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণেও। একজন শিক্ষকের প্রকৃত সাফল্য শুধু ভালো ফল করানো নয়, বরং ভালো মানুষ গড়ে তোলায়। একজন প্রশাসকের প্রকৃত কৃতিত্ব শুধু ক্ষমতা প্রয়োগে নয়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়। বর্তমান যুবসমাজ যদি সত্যিকার অর্থে উন্নত সমাজ গড়তে চায়, তবে তাদের কিছু বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

প্রথমত, শিক্ষাকে শুধুমাত্র চাকরির মাধ্যম হিসেবে নয়, আত্মউন্নয়নের পথ হিসেবে দেখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রতিভাকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

তৃতীয়ত, সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করতে হবে।

চতুর্থত, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চমত, প্রযুক্তিকে ইতিবাচক কাজে ব্যবহার করে জ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং মানবকল্যাণে অবদান রাখতে হবে।

শুধু ডিগ্রি বা প্রতিভা কখনোই একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে পারে না। এগুলো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলেও মানুষের প্রকৃত পরিচয় নির্ভর করে তার চরিত্র, নৈতিকতা, সততা, দায়িত্ববোধ এবং মানবিকতার ওপর। ডিগ্রি মানুষকে শিক্ষিত করে, প্রতিভা মানুষকে দক্ষ করে, কিন্তু মূল্যবোধ মানুষকে মহান করে।

আজকের আধুনিক মনস্ক যুবসমাজ যদি জ্ঞান, প্রতিভা এবং মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, তবে তারা শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নেও অসামান্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। কারণ সভ্য সমাজের প্রকৃত ভিত্তি শুধু শিক্ষিত মানুষের ওপর নয়, বরং সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং মানবিক মানুষের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তাই বলা যায়, ডিগ্রি ও প্রতিভা সফলতার দরজা খুলে দিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত মানুষ হওয়ার চাবিকাঠি হলো; সততা, মানবিকতা, নৈতিকতা, সহমর্মিতা এবং দায়িত্বশীল জীবনবোধ। এই মূল্যবোধগুলোর বিকাশই আধুনিক যুবসমাজকে শুধু দক্ষ নাগরিক নয়, প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের ফাইনাল খেলার কিছু না বলা কথা